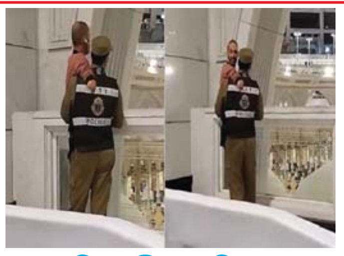

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোলে নিয়ে কাবা শরীফ দেখালেন সৌদি পুলিশ

সারে-জমিন

বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মীকে অ্যাসিড হামলা

রূপসী বাংলা

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কে কোথায় দাঁড়িয়ে

সম্পাদকীয়

ইন্দাসে মহিলার সঙ্গে নেতার উদ্দাম নৃত্য ভাইরাল

সাধারণ

আবেশের শেষ ওভারের ‘চমক’ হারিয়ে দিল লখনউকে

খেলতে খেলতে

আপনজন

APONZONE
Bengali Daily

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

শনিবার
৩০ মার্চ, ২০২৪
১৬ চৈত্র ১৪৩০
১৯ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি
সম্পাদক
জাইদুল হক

Vol.: 19 ■ Issue: 88 ■ Daily APONZONE ■ 30 March 2024 ■ Saturday ■ Kolkata ■ RNI: WBBEN/2004/14450 ■ Price: Rs. 5.00 ■ Pages: 6 ■ www.aponzonepatrika.com/epaper.php

প্রথম নজর

বরানগরে তৃণমূল প্রার্থী সায়ন্তিকা, রিয়াত হোসেন ভগবানগোলায়

আপনজন ডেস্ক: অবশেষে কলকাতার বরানগর ও মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা বিধানসভা কেন্দ্রের উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। বরানগর আসনটি শূন্য হয় তৃণমূল কংগ্রেস বিধায়ক তাপস রায় বিজেপিতে যোগদান করে লোকসভায় প্রার্থী হওয়ার কারণে ইস্তফা দেওয়ায়। আর ভগবানগোলায় বিধায়ক ইদ্রিশ আলির প্রয়াণে আসনটি শূন্য হয়। তবে, দুটি আসনেই সবার নজর ছিল তৃণমূলের প্রার্থী কে হচ্ছেন। সব জল্পনার অবসান ঘটিয়ে তৃণমূল বরানগরে প্রার্থী করেছে বাঁকুড়ায় দলের হয়ে নিবেদিত প্রাণ হওয়া অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। লোকসভা নির্বাচনে বাঁকুড়া থেকে তৃণমূল তাকে প্রার্থী না করায় ক্ষোভ দেখিয়েছিলেন সায়ন্তিকা। কিন্তু সেই ক্ষোভ দূর হয় বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রে তাকে দল প্রার্থী করায়। অন্যদিকে, মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী করেছে ভগবানগোলার ভূমিপুত্র রিয়াত হোসেন সরকারকে। প্রয়াত বিধায়ক ইদ্রিশ আলি ভগবানগোলা থেকে লক্ষাধিক ভোটে জিতেছিলেন। সেই ধারাকে ধরে রাখতে তৃণমূল স্থানীয় প্রার্থীকেই বেছে নিয়েছে। যদিও, ভগবানগোলার রাজনীতিতে রিয়াত পরিচিত নাম। তিনি শুধু ভগবানগোলা-১ ব্লকের তৃণমূল সভাপতি নন, জেলা পরিষদের সদস্য এবং বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজের ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে এসেছেন রিয়াত হোসেন সরকার।

আয়কর দফতরের ১,৮২৩ কোটি টাকার নোটিশ কংগ্রেসকে

কর সন্ত্রাস চালাচ্ছে বিজেপি: রাহুল

আপনজন ডেস্ক: কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে এবং রাজ্যসভার সাংসদ রাহুল গান্ধী আবারও বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রের বিরুদ্ধে আয়কর বিভাগ, ইডি (এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট) এবং সিবিআই (সেন্ট্রাল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন) এর মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে এবং সংবিধানকে খাটো করার জন্য অপব্যবহার করার অভিযোগ করেছেন, এবং প্রশ্ন তুলেছেন যে আয়কর বিভাগকে কেন প্রধান বিরোধী দলকে হয়রানি করার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে।

বিজেপির বিরুদ্ধে কর সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে রাহুল হিন্দিতে এক্স পোস্টে লেখেন, ‘যখন সরকার বদলাবে, তখন অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যারা গণতন্ত্রকে বঞ্চিত করেছে। আর এমন দৃষ্টান্তমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হবে যাতে আর কেউ এ সব করার সাহস না পায়। এটাই আমার গ্যারান্টি। তিনি তার আগের একটি ভিডিওও ট্যাগ করেছিলেন এবং তার পোস্টের সাথে #BJPTax-Terrorism হ্যাশট্যাগটি ব্যবহার করেছিলেন।

খাড়গে দৃঢ়তার সাথে বলেন, এই জাতীয় পদক্ষেপ কংগ্রেসকে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে বিরত রাখতে পারবে না এবং তার দল বিজেপির “একনায়কতন্ত্র” থেকে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত করবে বলে

প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। খাড়গে বলেন, বিজেপির ৪২ কোটি টাকার হিসাব বহির্ভূত আমানতের জন্য ৪,৬০০ কোটি টাকা জরিমানা “উপেক্ষা” করা হয়েছে। অথচ, কংগ্রেসের বিধায়ক ও সাংসদরা ১৪ লক্ষ টাকা নগদ জমা দেওয়ার কারণে ১৩৫ কোটি টাকা জরিমানা দাবি করেছে আয়কর দফতর। শুধু বিরোধীদের বিরুদ্ধেই এই অন্যায়ভাবে কাজ করার জন্য আয়কর দফতরকে কে চাপ দিচ্ছে, সেই প্রশ্ন তোলেন খাড়গে। তিনি বলেন, কেন প্রধান বিরোধী দল কংগ্রেসকে হেনস্থা করতে আয়কর দফতরকে হাতিয়ার হতে দেওয়া হচ্ছে? তারা আইটি, ইডি, সিবিআইয়ের মতো প্রতিষ্ঠানগুলিকে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করতে ও সংবিধানকে খাটো করার জন্য অপব্যবহার করছে।

উদাহরণ দিয়ে খাড়গে বলেন, আয়কর বিভাগ এখন কংগ্রেসকে মোট ১,৮২৩ কোটি টাকার নোটিশ দিয়েছে এবং ইতিমধ্যে দলের অ্যাকাউন্ট থেকে ১৩৫ কোটি টাকা তুলে নিয়েছে, যা ক্রাউড সোর্সিংয়ের মাধ্যমে দলের সংগ্রহ করা তহবিল ছিল।

কিন্তু আয়কর দফতর বিজেপিকে কোনও নোটিশ দেয়নি। যদিও নির্বাচন কমিশনের তরফে স্পষ্ট তথ্য পাওয়া যাচ্ছে যে ২০১৭-১৮ সালে ১,২৯৭ জন তাঁদের নাম-ঠিকানা উল্লেখ না করেই বিজেপির কাছে ৪২ কোটি টাকা জমা করেছেন। কংগ্রেস প্রধান বলেন, ১৪ লক্ষ টাকা আমানতের জন্য তাঁর দলকে ১৩৫ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে এবং অ্যাকাউন্ট ফ্রিজ করা হয়েছে। কিন্তু গত সাত বছরে বিজেপির জরিমানার পরিমাণ ৪,৬০০ কোটি টাকা। তাই খাড়গের সরাসরি প্রশ্ন, বিজেপি কেন এই জরিমানা থেকে ছাড় পাচ্ছে?

তিনি প্রশ্ন তোলেন, লোকসভা ভোটের ঠিক আগে বহু বছর আগের এই তথ্যপ্রযুক্তি নোটিসগুলি কি প্রমাণ করে যে বিজেপি লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড বদলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করছে?

তিনি বলেন, ১৯৯৩-৯৪ সালে ৫৪ কোটি টাকা, ২০১৬-১৭ সালে ১৮২ কোটি টাকা, ২০১৭-১৮ সালে ১৭৯ কোটি টাকা, ২০১৮-১৯ সালে ৯১৮ কোটি টাকা এবং ২০১৯-২০ সালে ৪৮০ কোটি টাকা জরিমানা করা হয়েছে। কিন্তু কংগ্রেস কর্মীরা কখনও ভয় পান না। আমরা আমাদের পূর্ণ শক্তি দিয়ে নির্বাচনে লড়ব। বিজেপির স্বৈরশাসন থেকে দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে মুক্ত করব।

সরকারের বিরুদ্ধে কর সন্ত্রাসের অভিযোগ তুলে কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক জয়রাম রমেশ বলেন, গত ছয় বছরে সংঘটিত আইন লঙ্ঘনের অভিযোগে বিরোধী দলকে ১,৮২৩ কোটি টাকার নোটিশ দেওয়া হয়েছিল। ওই একই সময়ের মধ্যে বিজেপিকে ৪৬০০ কোটি টাকার নোটিশ দেওয়া উচিত ছিল। শুক্রবার কংগ্রেস জানিয়েছে যে তারা আয়কর বিভাগ থেকে নতুন নোটিশ পেয়েছে, যাতে তারা ১,৮২৩.০৮ কোটি টাকা দিতে বলেছে এবং অভিযোগ করেছে যে বিজেপি আয়কর আইনের ‘গুরুতর লঙ্ঘন’ করায় আয়কর দফতরের গেরুয়া শিবিরের কাছ থেকে ৪,৬০০ কোটি টাকারও বেশি দাবি করা উচিত।

কারাবন্দি মুখতারের মৃত্যু ‘বিষ’ প্রয়োগে!

আপনজন ডেস্ক: উত্তর প্রদেশ রাজ্যের কারাবন্দী রাজনীতিবিদ মুখতার আনসারি মারা গেছেন। গতকাল বৃহস্পতিবার বান্দা শহরের একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।

চিকিৎসকেরা বলছেন, মুখতার হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। তবে পরিবারের দাবি, তাঁকে কারাগারে ধীরে ধীরে বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। মুখতার আনসারির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যে উত্তর প্রদেশের বিভিন্ন শহরে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। বান্দার আদালত বিচারবিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। উত্তর প্রদেশের প্রাক্তন বিধায়ক মুখতার আনসারি মৃত্যুর আগে একটি বিশেষ আদালতে অভিযোগ করেছিলেন, তাঁকে কারাগারে বিষ মেশানো খাবার খাওয়ানো হয়েছে। ৪০ দিনে অন্তত দুবার তাকে বিষ মেশানো খাবার দেওয়া হয়েছে। এমন অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত বান্দা শহরের কারা কর্মকর্তাদের জবাব চেয়েছিলেন। সেই মুখতার আনসারি গতকাল বৃহস্পতিবার রাতে মারা গেছেন। কারাগারে অসুস্থ হয়ে পড়লে মুখতারকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। এর কয়েক ঘণ্টা পর তিনি মারা যান। চিকিৎসকেরা বলছেন, হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে তার মৃত্যু হয়েছে। আর পরিবার বলছে, জেলে তাকে ধীরে ধীরে

বিষ প্রয়োগ করা হয়েছে। ঘটনার এক সপ্তাহ আগেও পেটে ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন আনসারি। উত্তরপ্রদেশের বারাবাঁকির সংসদ সদস্য ও বিধায়কদের জন্য গঠিত বিশেষ আদালতের বিচারপতি কমল কান্ত শ্রীবাস্তব ২১ মার্চ মুখতার আনসারির করা আবেদনের শুনানি করেন। বিচারপতি ওই শুনানি শেষে বান্দা কারাগারের তত্ত্বাবধায়ককে নির্দেশ দিয়েছিলেন, যেন তিনি ২৯ মার্চের মধ্যে মুখতারের শারীরিক ও নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়ে রিপোর্ট দেন। ২১ মার্চ বারাবাঁকি আদালতে জমা দেওয়া আবেদনে মুখতার অভিযোগ করেন, ১৯ মার্চ রাতে তাকে কারাগারে যে খাবার দেওয়া হয়েছিল, তাতে বিষাক্ত উপাদান মেশানো হয়েছিল। আর সে কারণে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েন। মুখতার আনসারি বলেছিলেন, ওই খাবার খাওয়ার পর অস্বস্তি হচ্ছিল। শুরুতে তার হাত-পায়ে ব্যথা হয়। পরে পুরো শরীরে ব্যথা ছড়িয়ে পড়ে। আমার হাত আর পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। মনে হচ্ছিল, আমি মারা যাচ্ছি। এর আগে আমার শরীর পুরোপুরি ঠিক ছিল।

তিন রমজানেই কেন তিন বিচারাধীন মুসলিম বন্দির মৃত্যু, উঠছে নানা প্রশ্ন

আপনজন ডেস্ক: বিহার এবং উত্তর প্রদেশ রাজ্য থেকে এরকম কয়েকজন মুসলিম জনপ্রতিনিধির নাম এসেছে, যারা জনগণকে পছন্দ করেছিল, যার কারণে তারা তাদের নিজ নিজ আসন থেকে বেশ কয়েকটি নির্বাচন জিতেছিলেন। তবে তারা এমন অভিযোগের মুখোমুখি হয়েছিল যা তাদের কারাগারের মধ্যে আবদ্ধ করে রাখে। এই নেতারা আইন ও বিচারব্যবস্থার প্রতি আস্থা দেখিয়ে দাগ মুছতে গিয়ে আইনের কাছে আত্মসমর্পণ করেছেন। এই নেতারা কারাগারে বিচারাধীন ছিলেন এবং অনেক ক্ষেত্রে নিম্ন আদালত তাদের বিরুদ্ধে রায় দিয়েছে, তবুও তারা উচ্চ আদালতে ন্যায়বিচারের জন্য আইনি লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ তারা জানতেন, নিম্ন আদালত যা ইচ্ছা সিদ্ধান্ত দিতে পারে, কিন্তু ভারতের উচ্চ আদালত অবশ্যই ন্যায়বিচার করবে। কিন্তু এই নেতারা জানতেন না যে এই উচ্চ আদালতে পৌঁছানোর আগে তাদের গুলি করে হত্যা করা হবে নাকি বিচার বিভাগীয় হেফাজতে মারা যাবে। আর সেই মারা যাওয়ার ঘটনাটি আসছে রমজান মাসে। গত তিন রমজানে তিনজন মুসলিম বিচারাধীন বন্দির মৃত্যু নতুন করে প্রশ্ন চিহ্ন তুলে দিয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, রমযান মাসেই কেন নামজাদা বিচারাধীন মুসলিম জনপ্রতিনিধিদের মৃত্যু হচ্ছে।

ড. শাহাবুদ্দিন

আতিক আহমেদ

মুখতার আনসারি

ড. শাহাবুদ্দিন
(মৃত্যু ১ মে, ২০২১ অর্থাৎ ১৯ রমজান ১৪৪২)

রমজান মাসে মুসলিম বিচারাধীন বন্দি তথা জনপ্রতিনিধিদের মৃত্যু তালিকায় প্রথম নাম আসে বিহারের সিওয়ানের ড. শাহাবুদ্দিনের, যিনি ২০২১ সালের ১ মে অর্থাৎ ১৪৪২ হিজরির ১৯ রমজান দিল্লির একটি হাসপাতালে পরলোকগমন করেন তার মৃত্যুর কারণ করোনা সংক্রমণ বলে জানানো হয়েছিল।

শাহাবুদ্দিন তিহার জেলে হেফাজতে ছিলেন এবং তার অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাকে দীনদয়াল উপাধ্যায় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। কিন্তু তার স্বজনরা অভিযোগ করেছে যে তাকে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা হচ্ছে না। তাদের স্বজনরা উন্নত চিকিৎসার জন্য দিল্লি হাইকোর্টের দরজায় কড়া নাড়লেও হাসপাতালে উন্নত চিকিৎসার নির্দেশ দেন কিন্তু প্রশাসন তাদের অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ান মেডিকেল সায়েন্স বা রাম মনোহর লোহিয়া হাসপাতালে ভর্তি করে উন্নত চিকিৎসার জন্য। অবশেষে তিনি করোনায় মারা যান।

এর পরে, স্বজনরা তার দাফনের জন্য মরদেহ সিওয়ানে আনার জন্য সরকারের কাছে অনুরোধ করেছিলেন, কিন্তু করোনার নির্দেশিকাগুলির কারণে, মরদেহ বিহারে আনা যায়নি, যার কারণে তাকে দিল্লিতেই একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়েছিল।

শাহাবুদ্দিন ১৯৬৭ সালের ১০ মে বিহারের সিওয়ান জেলার প্রতাপপুরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রাথমিক থেকে উচ্চ শিক্ষা বিহারে হয়েছিল। পলিটিকাল সায়েন্সে তিনি পিএইচডিও করেন। তার একটি ছেলে ওসামা শাহাব এবং দুই মেয়ে রয়েছে। ড. শাহাবুদ্দিন ১৯৯০সালে মাত্র ২৩ বছর বয়সে বিহার বিধানসভার সদস্য হন।

আতিক আহমেদ
(মৃত্যু ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ অর্থাৎ ২৪ রমজান ১৪৪৪)

মুসলিম বিরাচারধীন বন্দিদের মৃত্য তালিকায় আরেকটি নাম উত্তরপ্রদেশের আতিক আহমেদ। আতিক আহমেদ যাকে পুলিশ হেফাজতে থাকা সত্ত্বেও ১৫ এপ্রিল, ২০২৩ অর্থাৎ ২৪ রমজান ১৪৪৪ হিজরিতে প্রয়াগরাজের মেডিকেল কলেজের কাছে গুলি করে হত্যা করা হয়েছিল।

আতিক আহমেদ এবং তার ভাই আশরাফও বিচার বিভাগীয় হেফাজতে ছিলেন এবং তাদের দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করার আগে ডাক্তারি পরীক্ষার জন্য নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল যখন পুলিশ নজরদারিতে মিডিয়া ক্যামেরার সামনে জিরো পয়েন্টে কিছু দুর্বৃত্ত তাদের গুলি করে হত্যা করে।

আতিক আহমেদের রাজনৈতিক যাত্রা শুরু হয় ১৯৮৯ সালে যখন তিনি নির্দল প্রার্থী হিসেবে এলাহাবাদ পশ্চিম থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন।

আতিক আহমেদ তখন সমাজবাদী পার্টিতে যোগ দেন, তিন বছর পর তিনি আপনা দলে যোগ দেন। এরপর তিনি এসপিতে ফিরে আসেন এবং ২০০৪ সালে ফুলপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হন। এই আসনটি একসময় ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দখলে ছিল। আতিক আহমেদ সংসদ সদস্য এবং পাঁচবারের বিধায়ক ছিলেন। ২০১৭ সালে গ্যাংস্টার অভিহিত আতিক আহমেদকে বিভিন্ন অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বিভিন্ন গণমাধ্যমের প্রতিবেদন অনুযায়ী, আতিক আহমেদ হত্যা, হত্যার চেষ্টা, অপরাধমূলক হুমকি ও হামলার ৭০টির বেশি মামলার মুখোমুখি ছিলেন।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের পর, বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগঠন ইউপির অবৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলে এবং আদালতের কাছে এর নোটিশের আবেদন জানায়।

মুখতার আনসারি
(মৃত্যু ২৪ মার্চ, ২০২৪ অর্থাৎ ১৮ রমজান ১৪৪৫)

মুসলিম বিরাচারধীন বন্দিদের মৃত্য তালিকায় তৃতীয় নাম মুখতার আনসারি, যিনিও রমজান মাসে পুলিশ হেফাজতে মারা গিয়েছেন। প্রকৃতপক্ষে, গত ২৮ মার্চ বৃহস্পতিবার রাতে অর্থাৎ ১৮ রমজান মুখতার আনসারীকে বান্দা জেল থেকে দরগাবতী হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল, যেখানে তিনি লড়াই করতে পারেননি এবং চিরতরে এই দুনিয়া ছেড়ে চলে যান। গণমাধ্যমের প্রতিবেদনে মুখতার আনসারির মৃত্যুর কারণ হার্ট অ্যাটাক বলা হয়েছে, যেখানে কয়েকদিন আগে মুখতার আনসারি খাবারে স্লো পয়জন দেওয়ার অভিযোগ করেছিলেন কারা প্রশাসনের কাছে। মুখতার আনসারির খাবারে বিষাক্ত পদার্থ মেশানো হচ্ছে ও কোনোভাবে তাকে মেরে ফেলার চেষ্টা করা হচ্ছে বলেও তার পরিবারের অভিযোগ। মুখতার আনসারির বাবা ও দাদু উভয়েই ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী। মুখতার আনসারি ১৯৯৬ সালে নির্বাচনে জিতে প্রথম বিধানসভায় আসেন। এরপর তিনি ২০০২ সাল থেকে পরপর চারবার জয়লাভ করেন। জেলে থাকা অবস্থায় পাঁচটির মধ্যে তিনটি নির্বাচনে জয়ী হন তিনি। ২০০৫ সালে বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণানন্দ রাই হত্যার অভিযোগে তাকে গ্রেফতার করা হয়। গ্যাংস্টার তকমা পাওয়া আনসারিকে সাতটি মামলায় ২২ বছরের কারাদণ্ড এবং একটি মামলায় যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছে মুখতার আনসারিকে।

স্বপ্ন পূরণের সেরা প্রতিষ্ঠান

NABABIA MISSION
(An Educational Welfare Trust)

নাবাবীয়া মিশন

মাইনান, খানাকুল, হুগলী, পিন - ৭১২ ৪০৬

আর্থিক সাহায্যের আবেদন
Pray for Economical Support

আধুনিক সভ্যতার পিছিয়েপড়া জাতির প্রতিনিধি হিসাবে মুসলিম সমাজকে অতি সত্বর, সভ্যতার উন্নততম স্তরে পৌঁছানোর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় মেধাবী, উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত, দুঃস্থ, এতিম, সর্বধরনের ছাত্র-ছাত্রীদের সার্বিক শিক্ষার উন্নতির প্রচেষ্টায় মোদীয় এই ক্ষুদ্র আবাসিক প্রতিষ্ঠান ‘নাবাবীয়া মিশন’। এই ধরনের বেসরকারী প্রতিষ্ঠান পরিচালনা করতে, সর্বোপরি শিক্ষাগ্রহী দুঃস্থ, এতিম ছাত্র-ছাত্রীদের পড়াশোনা করতে বিশাল অঙ্কের অর্থের প্রয়োজন। অনুরূপে মিশনের ভবিষ্য চলার দুর্গম পথকে সুগম করতে আপনাদের মতো সহৃদয় সমাজকর্মীদের আর্থিক ও সার্বিক সাহয্যের প্রশস্ত হাতের অপেক্ষায় রইলাম মোরা।

আপনাদের অতি মূল্যবান আর্থিক সাহায্য ‘নাবাবীয়া মিশনে’র দুঃস্থ মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের তহবিলে পাঠাইয়া চির বাধিত করিবেন। আর্থিক দান চেক, ড্রাফট বা নগদে পাঠাতে পারেন মিশনের নামে (নাবাবীয়া মিশন)। নগদ অর্থ পাঠাতে নিম্নলিখিত অ্যাকাউন্ট নম্বর ও ব্যাঙ্ক ডিটেলস পরিলক্ষ্য করুন।

আপনার অনুদান 80G ধারায় করমুক্ত

NABABIA MISSION
HDFC BANK LTD.
Arambagh Branch
A/c No.: 99999564786786
IFSC : HDFC0001062

বিনীত
সেখ সাহিদ আকবার
সাধারণ সম্পাদক
নাবাবীয়া মিশন

প্রথম নজর

সুন্দরবনে বাঘের মতো বৃদ্ধি কুমিরের সংখ্যাও

চন্দনা বন্দ্যোপাধ্যায় ● রায়দিঘি

আপনজন: বাঘের মতো বাড়ল সুন্দরবনে কুমিরের সংখ্যাও।খুশি পর্যটক থেকে শুরু করে সুন্দরবন বাসীরা। সুন্দরবনে বাঘের মত বাড়ছে কুমিরও। কুমির গণনায় দেখা গিয়েছে কুমিরের সংখ্যা বেড়ে এবারে হয়েছে ১৬৮। তবে বন দফতরের দাবি কুমিরের আসল সংখ্যা আরও বেশি হবে। এবার সুন্দরবনের ডাঙায় বাঘের মত জলে ও কুমির বেড়েছে। ১২ বছর পর এবছর হয়েছিল এই কুমির গণনা। সেই গণনা থেকে এই তথ্য উঠেএসেছে। এই গণনা থেকে সুন্দরবনের কুমিরের চরিত্র, বাসস্থান, খাদ্য তালিকা সহ অনেকগুলি বিষয় বিশ্লেষণের কাজ করা হচ্ছে। বনদফতর সূত্রের খবর, গত কুমির সুমারিতে ভারতীয় সুন্দরবনে ১৪১টি কুমিরের উপস্থিতি জানা গিয়েছিল। তবে একেবারে ছোট কুমিরকে গণনা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল সেবার।এবার বেশ খানিকটা বেড়েছে কুমিরের সেই সংখ্যা।এবার সেই সংখ্যাটা হয়েছে ১৬৮।এ বিষয়ে সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ডেপুটি ফিল্ড ডিরেক্টর জোন্স জাস্টিন বললেন, সুন্দরবনের ৪২০০ কিলোমিটার এলাকা জুড়েই এই গণনার কাজ করা হয়েছে। ২০১২ সালের পরে এ বছর এই গণনার কাজ করা হয়েছে।

রক্তদানে উৎসাহে কোর্স

সেখ সামসুদ্দিন ● মেমারি

আপনজন: ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার এন্ড নেচার অর্গানাইজেশন এর উদ্যোগে বাঁকুড়ার জামবনিতে পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু স্মৃতি মহাবিদ্যালয় কলেজের এনএসএস বিভাগ থেকে রক্তদানে উদ্বুদ্ধকরণের উপর এক দিনের সার্টিফিকেট কোর্স করানো হয়। সহযোগিতায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয় ও ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি ব্লাড ডোনার সোসাইটি। উপস্থিত ছিলেন ওয়েস্ট বেঙ্গল হিউম্যান ওয়েলফেয়ার এন্ড নেচার অর্গানাইজেশন এর সেক্রেটারী স্বপ্না বরাট, কবি ঘোষ, রাজেশ পালিত, ডঃ বিপ্লব মণ্ডল সহ কলেজের অধ্যাপকবৃন্দ ও ছাত্রছাত্রীবৃন্দ।

বিপ্লবের নির্বাচনী প্রচারে দলীয় পতাকা হাতে তৃণমূলে যোগদান

অমরজিৎ সিংহ রায় ● বালুরঘাট

আপনজন: বেশ কয়েকটি পরিবার যোগদান করলেন তৃণমূল কংগ্রেসে। শুক্রবার নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে সদ্য যোগদানকারীদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বিপ্লব মিত্র। জানা গিয়েছে, এদিন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বংশীহারী ব্লকের ব্রজবল্লভপুর এলাকায় প্রচারে যান বিপ্লব মিত্র। সেখানে মুঙ্গারাইল লম্ব পাড়ায় বাসন্তি মন্দিরে পূজো দিয়ে সাধারণ মানুষের সাথে বৈঠক করেন বিপ্লব। পাশাপাশি দলীয় কর্মীদের নিয়ে নির্বাচনী আলোচনা সারেন বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী। এরপরই সেখানে বেশ কয়েকটি পরিবার তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করেন। তৃণমূল কংগ্রেসের দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি সুভাষ ভাওয়ালের উপস্থিতিতে তাদের হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন বিপ্লব মিত্র। এ বিষয়ে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী তথা রাজ্যের মন্ত্রী বিপ্লব মিত্র জানান, 'মুঙ্গারাইল লম্ব পাড়া এলাকায় নির্বাচনী প্রচারে গিয়েছিলাম। সেখানে সাধারণ মানুষের সাথে বৈঠক করেছি।সেই সঙ্গে সেখানকার কিছু সংখ্যক পরিবার বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করলেন।'

অন্যদিকে, এ বিষয়ে ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা সভাপতি শুভ চক্রবর্তী জানান, ' বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা উচিত। আমার মনে হয় যাদের যোগদানের কথা বলা হচ্ছে, তারা আগে থেকেই তৃণমূলেই ছিলেন। শুধুমাত্র মিডিয়াতে হাইলাইট হবার জন্য তাদেরকে তৃণমূল থেকে পুনরায় তৃণমূলে যোগদান করানো হচ্ছে। হয়তো তাদেরকে কোন প্রলোভন বা প্রতিশ্রুতি দিয়ে যোগদান করিয়েছে। নির্বাচনে এর কোন প্রভাব পড়বে না।'

ঢোলায় অভিষেকের সভা ঘিরে জোর প্রস্তুতি

নকীব উদ্দিন গাজী ● ঢোলা

আপনজন: মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে নির্বাচনী প্রচারে জনগর্জন সভায় যোগ দিতে দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুল্পির ঢোলাতে আসছেন তৃণমূল কংগ্রেসের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়।

শনিবার বেলা ১ টায় ঢোলাতে জনগর্জন সভা অনুষ্ঠিত হবে। তার আগেই চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি। একদিকে যেমন চলছে মঞ্চ তৈরির কাজ ঠিক তার পাশেই তৈরী করা হয়েছে হেলিপ্যাড। ইতিমধ্যেই প্রস্তুতি হিসেবে হেলিপ্যাডে হেলিকপ্টারের ওঠা নামা সম্পূর্ণ করা হয়েছে। অন্যদিকে সভাতে নিরাপত্তা আঁটোসাটো করতে প্রশাসনিক তৎপরতায় চলছে নজরদারি। পাশাপাশি তৃণমূল নেতৃত্ব জানান, মথুরাপুর লোকসভার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী বাপি হালদারের সমর্থনে ঢোলার জনগর্জন সভায় লক্ষাধিক কর্মী সমর্থকদের জনসমাগম হবে। আর তার আগেই চলছে জোর কদমে প্রস্তুতি। মথুরাপুর লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা এই সভাতে যোগ দেবেন কাকদ্বীপ পাথরপ্রতিমা কুলপি রায়দিঘি মন্দির বাজার মগরাহাট পশ্চিম।

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচনীয় সভা দক্ষিণ ২৪ পরগনা এই প্রথম করবেন। তাই এই সভা থেকে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীদের উদ্দেশ্যে কি বার্তা দেন সে দিকেই এখন লক্ষ্য।

রতুয়ায় বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মীদের উপর অ্যাসিড হামলা

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: ভোটের মুখে বাম-কংগ্রেস জোটের কর্মীদের উপর অ্যাসিড হামলা চালানোর অভিযোগ । ঘটনাটি ঘটে রতুয়া ১ ব্লকের ভাদো গ্রাম পঞ্চায়েতের কয়লাপাথর গ্রামে। এই ঘটনায় রতুয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে বলে দাবি আক্রান্তদের।লোকসভা ভোটের মুখে এই ঘটনার জেরে উত্তেজনার পারদ চড়তে শুরু করেছে এলাকায়।

আক্রান্ত সিপিআইএমের পঞ্চায়েত সদস্য আবুবাক্কার বলেন গত পঞ্চায়েত ভোটে বোমাবাজি করে বুথ দখল করেছিল কিছু দুষ্কৃতী। আমরা অভিযোগ করার পর সেখানে পুনঃনির্বাচন হয় এবং সেখানে আমদের জয় হয়। তারপর থেকে শাসক দলের কিছু দুষ্কৃতী আমাদের উপর নানান ইস্যুতে আক্রমণ চালায়। বৃহস্পতিবার রাতে ওরাই আমাদের উপর হামলা চালিয়েছে। এই ঘটনায় আমরা রতুয়া থানায় দারস্ত হয়েছি। পুলিশের উপর আমাদের আস্থা আছে। পুলিশ সঠিক তদন্ত করে দোষীদের চিহ্নিত করে শাস্তির ব্যবস্থা করবে। আরএক আক্রান্ত আজাদ আলী বলেন ইফতার করে আমরা দু'জন বাড়ি থেকে কিছুটা দূরে চায়ের দোকানে গিয়েছিলাম। আমার সঙ্গে ছিল এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য বাক্কার। আমরা দুজন চা খেয়ে মোটরবাইকে বাড়ি ফিরছিলাম। গ্রামে ঢুকার মুখে আমাকে কেউ অ্যাসিড ছুড়ে মারে। সারা শরীর জ্বলতে শুরু করে। সে অবস্থায় কিছুটা এগিয়ে মজিবুর ডাক্তারের বাড়িতে ঢুকে পড়ি সেখানে সাবমারসিবল পাম্প চালিয়ে স্নান করার পর জ্বালা একটু কমে। এই ঘটনার পর আমরা রতুয়া গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা করিয়ে রতুয়া থানায় অভিযোগ দায়ের করি। পঞ্চায়েত ভোটের পর থেকেই ওরা আমাদের নানাভাবে হুমকি দেয়। আমার বাড়ি ভাঙচুরও করেছে। আমরা নিশ্চিত, এই হামলা স্থানীয় দুষ্কৃতীদের পক্ষ থেকে চালানো হয়েছে। পুলিশের কাছে আমাদের আর্জি, এই ঘটনায় দোষীদের দ্রুত গ্রেফতার করা হোক নইলে আমরা আন্দোলনে নামতে বাধ্য হব।

এই ঘটনাই সিপিআইএমের রতুয়া ১ এরিয়া কমিটির সম্পাদক নজরুল ইসলাম বলেন আমাদের লোকের উপর হামলা হয়েছে এতে আমরা অবাক হইনি। আসলে এবার ব্যাপক পরিমাণে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন থাকবে সহজে ভোট লুট করতে পারবে না। তারা ভয় পেয়েছে। সেই কারণে আমাদের কর্মীদের উপর তারা হামলা চালাচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে মানুষ বুঝতে পারছে, মোদী আর দিদি এক। যদিও সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশিস কুন্ডু। তিনি বললেন তৃণমূলকে বদনাম করার জন্য এ ধরনের অভিযোগ করা হচ্ছে। এই ধরনের হামলাকে সমর্থন করে না রাজ্যের শাসক দল।

প্রতিমার কাঠামো ভেঙে পড়ল বিসর্জনকারীদের উপর, আহত ১৫

মোল্লা মুয়াজ ইসলাম ● বর্ধমান

আপনজন: নবদ্বীপের ছায়া এবার নাদন ঘাটের জালুইডাঙ্গাতে, বিসর্জনের আগে হুরমুড়িয়ে আছেরে পড়লো প্রতিমার কাঠামো।

ঘটনায় আহত হন কম-বেশি প্রায় ১৫ জন, তাদের মধ্যে চারজনের আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাদেরকে দ্রুত উদ্ধার করে নিয়ে যাওয়া হয় কালনা মহকুমা হাসপাতালে, সেখানেই তিনজনকে ভর্তি করে শুরু হয় চিকিৎসা।

অপর একজনকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেওয়া হয়। ঘটনাটি ঘটেছে বৃহস্পতিবার রাতে নদীয়ার পার্শ্ববর্তী নাদনঘাট থানার সমুদ্রগড় পঞ্চায়েতের জালুইডাঙ্গা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায়, গুরুতর আহত হয়ে কালনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ব্যক্তিদের নাম,বিশ্বজিৎ হালদার,তেতুল হালদার ও ছোটু হালদার, এবং ভোলা হালদারকে প্রাথমিক চিকিৎসার পর ছেড়ে দেয়া হয়।

স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে জালুইডাঙ্গা ফেরিঘাট সংলগ্ন এলাকায় জালুইডাঙ্গা বারোয়ারি কমিটির পরিচালনায় শ্রী শ্রী গঙ্গা মাতার আরাধনায় মেতে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা, বৃহস্পতিবার রাতে গঙ্গা মাতার বিসর্জনের ঠিক আগে ঘটে যায় বিপত্তি, দীর্ঘ উচ্চতার গঙ্গা মাতা প্রায় ১৫ থেকে ১৬ জন ভক্তের উপর আছড়ে পড়ে, সামগ্রিক ঘটনায় এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে তীব্র চাঞ্চল্য,পরে ভাগীরথী নদীতে গঙ্গা মাতার বিসর্জন সম্পন্ন করে অন্যান্য সদস্যরা।

উল্লেখ্য, নবদ্বীপের ঐতিহ্যবাহী রাস উৎসবে নিরঞ্জনের সময় ফাঁসিতলা ঘাটে ঠিক এভাবেই দীর্ঘ উচ্চতার গঙ্গা মাতা ভেঙে পড়েছিল পুজো কমিটির সদস্যদের উপর, সেই ঘটনায় বেশ কয়েকজন প্রতিমার নিচে চাপা পড়ে গুরুতর আহত হন। কালক্রমে সেটাও ছিল গঙ্গা নদী।

আদিবাসী মা ও ছেলের রহস্য মৃত্যু মল্লারপুরে

আজিম শেখ ● মল্লারপুর

আপনজন: ঘরের ভিতর থেকে রক্তাত মা ছেলের মৃত্যু ঘিরে চাঞ্চল্য বীরভূমের মল্লারপুর কানাচি আদিবাসী পাড়ায়। আজ সকাল আনুমানিক ৭টা নাগাদ কানাচি আদিবাসী পাড়ার সুমি হাঁসদার বাড়িতে প্রতিবেশীরা দেখতে পায় সুমি হাঁসদা ও তার শিশু পুত্র রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে। এর পর স্থানীয়দের পক্ষ থেকে মল্লারপুর থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ রক্তাক্ত অবস্থায় দু'জনকে উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল নিয়ে গেলে দু জনকেই মৃত বলে ঘোষণা করে,শুক্রবার মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হবে বলে জানা যায়। ঘটনায় স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে ওই মহিলার স্বামী বাইরে কাজ করেন।এক মেয়ে বাইরে থাকে শিশু পুত্র নিয়ে বাড়িতেই থাকতেন। স্থানীয়দের অনুমান ভারী কিছু বস্তু দিয়ে আঘাত করে তাদের খুন করা হয়েছে। সমগ্র বিষয়ের তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে আদিবাসী সংগঠন ভারত যাকাত পরগনা মহল মল্লারপুর থানা ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায়। মল্লারপুর থানা তদন্তের আশ্বাস দিলে এই অবরোধ উঠে যায়।

কাকদ্বীপ মহকুমা কোর্টে ডাকঘরের উদ্বোধন

আসিফা লস্কর ● কাকদ্বীপ

আপনজন: দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার কাকদ্বীপ বিধানসভার কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পোস্ট অফিসের শুভ উদ্বোধন করেন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সেশন জাজ মাননীয়া সর্বানি মল্লিক চট্টোপাধ্যায়, এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের একাধিক জাজ উপস্থিত ছিলেন কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের বার সেক্রেটারি মনোজ পন্ডা, এছাড়া কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের একাধিক আইনজীবী। এই পোস্ট হবার ফলে খুশিএলাকার মানুষ কারণ দীর্ঘদিন দীর্ঘদিন ধরে সমস্যায় পড়ছিল এই এলাকার মানুষ দীর্ঘ সময় ধরে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হতো পোস্ট অফিসে, সেই সমস্ত কথা মাথায় রেখে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতে পোস্ট অফিসের উদ্বোধন হল।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

সীমান্তে বিপুল পরিমাণে ফেন্সিল উদ্ধার

সজিবুল ইসলাম ● ডোমকল

আপনজন: এফ এস টি,পুলিশ ও বিএসএফের যৌথ অভিযানে ভারত বাংলাদেশ সীমান্ত ঘোষপাড়া অঞ্চলের চর পরাশপুর এলাকায় মাটি খুঁড়ে তিন বস্তা বন্দি ফেনসিডিল উদ্ধার করে। সূত্রে জানা যায় বাংলাদেশে পাচার করার উদ্দেশ্যই বিপুল পরিমাণে ফেনসিডিল মজুদ করা হয়েছিল সীমান্ত ঘেঁষা চর পরাশপুর এলাকায় মাটি খুঁড়ে বস্তা বন্ধি করে মাটির তলায় তিন বস্তা ফেনসিডিল মজুত করেছিলো । এমনি খবর পুলিশ, বিএসএফ এবং এফ এস টি এর কাছে আসলে যৌথ উদ্যোগে অভিযান চালিয়ে এলাকায় তল্লাশি করে মাটি খুঁড়ে তিন বস্তা ভর্তি ফেনসিডিল উদ্ধার করে।

নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পর থেকেই একটিভ ভাবে কাজ করে চলেছে নির্বাচন কমিশনারের আধিকারিকরা।

পৃথক পৃথক দুর্ঘটনায় ক্যানিংয়ে জখম ৩ যাত্রী

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: শুক্রবার বিকালে তিনটি পৃথক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হলেন এক মহিলা সহ মোট তিনজন।

গুরুতর জখম তিনজন ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। জখম তিনজন হলেন রুকসানা মোল্লা, গৌর পাল, প্রভাস সরদার।

জানা গিয়েছে এদিন বিকালে একটি যাত্রীবাহী টোটো যাত্রী নিয়ে বাসন্তীর শিমূলতলা থেকে কলতলার দিকে যাওয়ার সময় খেড়িয়া মোড় এলাকায় নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে উল্টে যায়। গুরুতর জখম হয় ওই মহিলা। স্থানীয়রা ওই মহিলাকে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। অন্যদিকে ক্যানিংয়ের নন্দন পল্লির বছর পঞ্চান্ন'র বাসিন্দা গৌর পাল। প্রতিবেশীর বাড়িতে গিয়েছিলেন। সেখান বাটিকের গরম মোমের উপর পড়ে যায়। তার পিঠে একাংশ পুড়ে যায়। তিনিও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। আবার তালদি বাসষ্ট্যান্ড এলাকার বছর পঁয়ষট্টির বৃদ্ধ প্রভাস সরদার। তিনি রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন। সেই সময় এক বাইক চালক পিছন থেকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনায় গুরুতর জখম হয় ওই বৃদ্ধ। বর্তমানে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন।

বাউড়িয়া-বজবজ ফেরি পরিষেবা ফের স্বাভাবিক

সুরজীৎ আদক ● উলুবেড়িয়া

আপনজন: বানের জলে প্রবল স্রোতে ভেসে গিয়েছিল বাউরিয়া জেটি! অবশেষে দীর্ঘ ১৪ দিন পরে বাউড়িয়া-বজবজ জেটি ফিরে এল।চলতি মাসের ১৪ তারিখ প্রবল জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল ওই জেটিটি। এর জেরে মারাত্মক সমস্যায় পড়ে যান যাত্রীরা। হুগলি নদীতে হাওড়া ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার মধ্যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই জেটি। এই ফেরি সার্ভিসের উপর হাজার হাজার মানুষ নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে এই জেটি ভেসে যাওয়ার জেরে মহা সমস্যায় পড়েছিলেন নিত্য যাত্রীরা।

হুগলি নদীর জলপথ পরিবহণ সমবায় সমিতির উদ্যগে দ্রুত এই জেটি ফিরিয়ে আনতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। কারণ ওই বাউড়িয়া জেটির উপর বহু মানুষ নির্ভরশীল। সেক্ষেত্রে এখানে ফেরি সার্ভিস বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বহু মানুষ তাঁদের কর্মস্থলে যেতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে যাচ্ছিলেন। অবশেষে বৃহস্পতিবার পরীক্ষামূলকভাবে এখানে ফেরি সার্ভিস চালু করার ব্যাপারে মহড়া দেওয়া হয়েছিল। এরপর শুক্রবার অর্থাৎ আজ থেকে পুরোদমে এখানে ফেরি সার্ভিস চালু করা হয়। সকাল ৬টা ১৫ মিনিট থেকে প্রথম ফেরি আনুষ্ঠানিকভাবে চালানো হয়। এরপর থেকে ফেরি সার্ভিস স্বাভাবিক হয়।ফেরি সার্ভিস ফের চালু হওয়ার জেরে অত্যন্ত খুশি যাত্রী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ।কারণ দীর্ঘ ১৪ দিন ফেরি বন্ধ হয়ে যাওয়ার জেরে মহা সমস্যায় পড়ে গিয়েছিলেন তাঁরা। রাজ্যের পরিবহণমন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী সহ পরিবহণ দফতরের একাধিক কর্তারা এই ফেরি সার্ভিস ফের চালু করার ব্যাপারে উদ্যোগ নেন। তাঁরা দুর্ঘটনার দিন রাতেই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে গিয়েছিলেন। এবং দ্রুত পরিকল্পনাও নেওয়া হয়।জানা গেছে, ওই জেটি মেরামত করার জন্য প্রায় তিরিশ লাখ টাকা বরাদ্দ করেছিল রাজ্যের পরিবহণ দফতর।

মতুয়াদের মন জয়ে জনসংযোগে বিজেপি ত্যাগী তৃণমূল প্রার্থী মুকুট

আরবাজ মোল্লা ● রানাঘাট

আপনজন: রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রে প্রচারে ঝড় তুললেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী। নজরে মতুয়া ভোট। তাই মতুয়া অধ্যষিত এলাকায় বিশেষ জনসংযোগ তৃণমূলের। রানাঘাট লোকসভাকেন্দ্রে একটা বড়ো অংশ রয়েছে মতুয়া ভোটব্যাংকের। তাই সেই দিকটা বিশেষ ভাবে নজর রাখছে শাসক দল তৃণমূল কংগ্রেস। তার উপর এবারে শাসকদলের প্রার্থীও হয়েছেন মতুয়া পুত্র ডা. মুকুটমণি অধিকারী। তাই মতুয়া ভোট ব্যাংক অনেকটাই প্রভাব ফেলবে বলে আশাবাদী তৃণমূল কংগ্রেস। অপরদিকে মতুয়াদের দাবি ছিল নিঃস্বর্ত নাগরিকত্ব। তবে কেন্দ্রীয় সরকার যে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইন সামনে এনেছে তাতে করে সেই আইনে মুতুয়াদের আসল দাবি লাভ হয়নি বলে অভিযোগ। তাই মতুয়াদের একটা বড় অংশ বিজেপি বিমুখ। তাদের অভিযোগ, তাদেরকে আশা দেখানো হয়েছে, প্রতারণা করা হয়েছে তাই এবার তৃণমূলের সাথে হাতধরে বিজেপিকের উৎখাত করতে হবে। তবে শুধু মতুয়া সম্প্রদায়ের মানুষ নন বর্তমান তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমণি অধিকারী ও সুর চড়িয়েছেন এই কালা আইনের বিরুদ্ধে। নদিয়ার শান্তিপুর ব্লকের বিভিন্ন মতুয়া অধ্যুষিত এলাকায় হুটখোলা গাড়িতে চেপে শান্তিপুরের বিধায়কিশোর গোস্বামীকে সঙ্গে নিয়ে ব্লক স্তরের বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ করলেন তৃণমূল প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী। এদিন বিধায়ক এবং প্রার্থী মুকুটমনি অধিকারী হরিচাঁদ গুরুচাঁদ মন্দিরে প্রণাম করে নিজের হাতে মতুয়া সম্প্রদায়ের ডঙ্কা বাজালেন। এ নিয়ে সিপিআইএম প্রার্থী অলকেশ দাস কটাক্ষ করে বলেন মুকুটমনি অধিকারী কিছুদিন আগেই যখন বিজেপিতে ছিলেন তখন মোদির নামে গুণগান গেয়েছেন পোস্ট করেছেন সামাজিক মাধ্যমে এবং দল বদলে এখন নাগরিকত্ব আইনের বিপক্ষে গিয়ে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর গুনগান গাইছেন। সুতরাং এনারা নিজেরাই জানেন না আজ কোথায় কাল কোথায়। তাই মানুষ তাদেরকে ভোট দেবেন না এই কথার পরিপ্রেক্ষিতে।

রাস্তা হয়নি এখনও, তবু রচনাকে পেয়ে নতুন করে আস্থা তৃণমূলেই!

জিয়াউল হক ● চুঁচুড়া

আপনজন: হুগলির লোকসভার তৃণমূল প্রার্থী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় রুপালি পর্দা থেকে একেবারে রাজনীতির ময়দানে, রোজ দিনই সকাল সকাল বেরিয়ে পড়ছেন ভোট প্রচারে, আজ সকালে চুঁচুড়া বিধানসভার সুগন্ধ পঞ্চায়েতের আমদাবাদে একটি কালী মন্দিরে পূজো দিয়ে শুরু করলেন প্রচার, এদিন এলাকার মানুষের সাথে কথা বলে জানা যায় দীর্ঘদিন হয়নি রাস্তা, নেইকো আলোর ব্যবস্থা, তাও তারা রচনা ব্যানার্জিকেই জেতাতে চান, কারণ জানতে চাইলে তারা বলেন আগের সংসদ কোন কিছুই করেনি তৃণমূল তাও বহু কাজ করেছে, শুধু আমাদের এলাকার রাস্তা ও আলো দরকার সেটা রচনা কে জিতিয়ে আমরা করিয়ে নেব, রীতিমতো গ্রামের মানুষের মধ্যে উদ্দীপনা দেখা যায় এ দিন, ঐদিন রচনা ব্যানার্জি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বলেন, জনগণের গর্জন আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এবার বিরোধীদের বিসর্জন খুব তাড়াতাড়ি হবে, তিনি কেউ বলেন রুপালি পর্দা থেকে একেবারে রাজনীতিতে প্রচারে বেশ অসুবিধা হচ্ছে, তবে সাধারণ মানুষের জন্য সে কষ্টও আমার কাছে আরামদায়ক, অন্যদিকে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাক্তন স্বামী বিজেপি দলে যোগ দেওয়ায় তাকে প্রশ্ন করলে তিনি উত্তর দেন, কে কি করলো আর কে কোন দলে যোগ দিলো সেসব দেখার আমার একটু মাত্র সময় নেই, আমি শুধু সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে এসেছি সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করতে চাই। সবকিছু তিনি বাংলার জনপ্রিয় স্লোগান জয় বাংলা বলে করব লড়বো জিতবো বলে প্রচার এগিয়ে যান।

প্রথম নজর

এফটিএক্স প্রতিষ্ঠাতা স্যামের ২৫ বছরের জেল

আপনজন ডেস্ক: কোম্পানির গ্রাহকদের কাছ থেকে মোটা অঙ্কের অর্থ বাগিয়ে নেয়ার মামলায় ক্রিপ্টোকারেন্সি বিনিময় প্রতিষ্ঠান এফটিএক্স প্রতিষ্ঠাতা স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইডকে ২৫ বছরের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে।
বৃহস্পতিবার ম্যানহাটনের আদালতে ডিস্ট্রিক্ট জজ লুইস কাপলান এই শাস্তি ঘোষণা করেন।
স্যাম ব্যাংকম্যান-ফ্রাইড বর্তমানে দেউলিয়া ক্রিপ্টোকারেন্সি এক্সচেঞ্জ এফটিএক্সের সাবেক প্রধান নির্বাহী। তিনি গত বছরের শেষের দিকে জালিয়াতি ও অর্থ পাচারের জন্য দোষী সাব্যস্ত হন।
বিটকয়েনের ব্যবসা করে লাখো কোটি ডলার কামিয়ে নেয়া ৩০ বছর বয়সী স্যাম ব্যাংকম্যান ফ্রাইড ২০১৯ সালে এফটিএক্স চালু করেন। তার প্রধান কার্যালয় ছিল বাহামায়। প্রতিষ্ঠার মাত্র তিন বছরের মাথায় চলতি বছরের ১১ নভেম্বর এফটিএক্সকে দেউলিয়া বলে ঘোষণা করার আবেদন করা হয়।
বিশ্বের অন্যতম বৃহত্তম এই প্ল্যাটফর্মটি থেকে বিনিয়োগকারীরা মাত্র ৭২ ঘণ্টায় ৬০০ কোটি ডলার সমপরিমাণ অর্থ তুলে নেন। এরপর বাজারের স্থিতিশীল অবস্থা বজায় রাখতে প্রয়োজনীয়সংখ্যক অর্থ সংগ্রহ করতে ব্যর্থ হলে এফটিএক্স নিজেদের দেউলিয়া ঘোষণা করার আবেদন করে।
এরপর ২০২২ সালের ডিসেম্বরে স্যামকে গ্রেফতার করা হয়। যুক্তরাষ্ট্রের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে তাকে গ্রেফতার করে বাহামা পুলিশ। সরকারি আইনজীবীরা স্যামের ৪০-৫০ বছরের শাস্তি দাবি করেছিলেন।

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে কোলে নিয়ে কাবা শরীফ দেখালেন সৌদি পুলিশ

আপনজন ডেস্ক: সৌদি আরবের মক্কা নগরীতে ওমরাহ করতে যাওয়া শারীরিক প্রতিবন্ধী এক ব্যক্তিকে নিজের কোলে নিয়ে পবিত্র কাবা শরীফ দেখিয়েছেন সেখানে দায়িত্বরত এক পুলিশ সদস্য।
সংবাদমাধ্যম স্কাই নিউজ অ্যারাবিক জানিয়েছে, ওই পুলিশ সদস্য দেখতে পেয়েছিলেন, শারীরিক প্রতিবন্ধকতার কারণে ও উঁচু বেড়া থাকায় ওই ব্যক্তি কাবা শরীফ দেখতে পাচ্ছিলেন না। তখন তিনি তাকে সাহায্য করতে এগিয়ে যান। ওই ব্যক্তি একজন প্রবাসী ছিলেন।
কেউ একজন এ ঘটনার ভিডিও ধারণ করেন এবং ভিডিওটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে প্রকাশ করেন। যা পরবর্তীতে ভাইরাল হয়ে যায়। সাধারণ মানুষ ওই পুলিশ সদস্যের প্রশংসা করেছেন। নেটিজেনরা তাকে তার মহানুভবতার জন্য পুরস্কৃত করার আহ্বানও জানিয়েছেন।
পবিত্র রমজান মাসে হাজার হাজার মানুষ ওমরাহ করতে মক্কা শরীফে যান। বছরের অন্যান্য সময়ের চেয়ে রমজানে মুসল্লিদের বেশি আনাগোনা থাকে কাবায়।
কাবায় যাওয়া মুসল্লিরা যেন নির্বিঘ্নে নামাজ আদায় ও ওমরাহ করতে পারেন সেজন্য বিভিন্ন উদ্যোগ হাতে নিয়েছে সৌদি আরবের হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়।
এছাড়া ভিড় সামাল দেওয়ার জন্য এ বছর রমজানে একজন মুসল্লিকে শুধুমাত্র একবারই ওমরাহ করার অনুমতি দিচ্ছে দেশটির সরকার।
গত ১১ মার্চ সৌদি আরবসহ মধ্যপ্রাচ্যের বেশিরভাগ দেশে পবিত্র রমজান মাস শুরু হয়। রমজান মাস আসার পরই সৌদিতে মুসল্লিদের ঢল নামে।
গত দুই সপ্তাহে মক্কায় প্রায় এক কোটি মানুষ নামাজ ও ওমরাহ পালন করেছেন। অপরদিকে মসজিদে নববীতে গত দুই সপ্তাহে প্রায় দেড় কোটি মুসল্লি নামাজ আদায় করেছেন।

ফিলিস্তিনিরা এখনও যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে: আইএসডব্লিউ

আপনজন ডেস্ক: ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামী সশস্ত্র গোষ্ঠী হামাসকে নির্মূলের জন্য দীর্ঘ সাত মাস ধরে ফিলিস্তিন জুড়ে টানা বর্বরোচিত হামলা ও গণহত্যা চালিয়ে যাচ্ছে দখলদার ইসরায়েলি বাহিনী। তবে দেশটির এমন আক্রমণের পরও হামাসের যুদ্ধ করার সক্ষমতা এখনো অটুট রয়েছে বলে জানিয়েছে মার্কিন যুদ্ধ পর্যবেক্ষক সংস্থা ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব দ্য ওয়ার (আইএসডব্লিউ)। বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা। আইএসডব্লিউ জানিয়েছে, গত ১৮ মার্চ থেকে ফিলিস্তিনি যোদ্ধারা আল শিফা হাসপাতালের কাছাকাছি এলাকায় ইসরায়েলি সেনাদের লক্ষ্য করে প্রায় ৭০টি হামলা চালিয়েছে। গত বছরে গাজার এ হাসপাতালটিতে তাণ্ডবের পর আবারও চলতি বছরের মার্চে সেখানে ফিরে আসে ইসরায়েলি সেনারা। ইনস্টিটিউট ফর দ্য স্টাডি অব দ্য ওয়ার (আইএসডব্লিউ) এবং ক্রিটিকাল থ্রেট প্রজেক্ট (সিটিপি) তাদের সর্বশেষ গাজার যুদ্ধাবস্থার মূল্যায়নে জানিয়েছে, হামলার তীব্রতা এটাই ইঙ্গিত দিচ্ছে যে ফিলিস্তিনি যোদ্ধাদের যুদ্ধের সক্ষমতা এখনো অটুট রয়েছে। যদিও গাজায় ইসরায়েলের হামাসকে নির্মূলের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক থিংক ট্যাংক জানিয়েছে, আল শিফা হাসপাতাল এলাকায় ইসরায়েলি সেনাদের বিরুদ্ধে ফিলিস্তিনের অন্তত ছয়টি যোদ্ধা দল সক্রিয় রয়েছে।
সবশেষ তথ্যে পর্যবেক্ষক সংস্থাটি জানিয়েছে, গত ৩ মার্চ গাজার জেইতুন এলাকা থেকে হামাসকে পুরোপুরিভাবে নির্মূলের দাবি করে। তবে বুধবার এ এলাকায় আবারও ফিরে এসেছে ইসরায়েলি সেনারা। তাদের ফিরে আসা এটাই প্রমাণ করে যে গাজার অন্যান্য এলাকার মতো সেখানেও নিজেদের কার্যক্রম পরিচালনা করছে হামাসের যোদ্ধারা। উল্লেখ্য, গত ৭ অক্টোবর থেকে গাজায় হামলা শুরু করে ইসরায়েল। দেশটির এ হামলায় গাজায় নিহতের সংখ্যা ৩২ হাজার ছাড়িয়েছে। তাদের হামলার কারণে উপত্যকা এখন তাঁবুর বসতির জনপদে পরিণত হয়েছে।
ইসরায়েলের দাবি, গাজা থেকে ফিলিস্তিনের স্বাধীনতাকামীদের সংগঠন হামাসকে নির্মূল না করা পর্যন্ত তারা এ অভিযান চালিয়ে যাবে। অন্যদিকে অব্যাহত হামলার কারণে উপত্যকার ব্যাপক আকারে খাদ্য ও মানবিক সংকট দেখা দিয়েছে। বিদেশি সহায়তার ওপর নির্ভরশীল গাজাবাসীর ত্রাণই এখন একমাত্র ভরসা। গত অক্টোবরে যুদ্ধ শুরু হলে গাজায় পূর্ণ অবরোধ আরোপ করে ইসরায়েল। তাদের অবরোধের কারণে সেখানে পর্যাপ্ত ত্রাণসহায়তা ঢুকতে পারছিল না। ফলে গাজায় উপত্যকায় দুর্ভিক্ষের মতো পরিস্থিতি বিরাজ করছে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

মঙ্গোলিয়ার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করবে যুক্তরাষ্ট্র

আপনজন ডেস্ক: মঙ্গোলিয়ার সাবেক প্রধানমন্ত্রী সুখবাতার বাটবোল্ড দুর্নীতির টাকা দিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক সিটিতে দুটি বিলাসবহুল ফ্ল্যাট কিনেছেন বলে অভিযোগ করেছে মার্কিন কর্তৃপক্ষ। তদন্তকারীরা এখন নিউ ইয়র্কের ম্যানহাটানের মিডটাউনে অবস্থিত সেই বিশাল সম্পত্তি জব্দ করতে চাইছেন, যার বাজারমূল্য প্রায় এক কোটি ৪০ লাখ ডলার। অভিযুক্ত সুখবাতার বাটবোল্ড ২০০৯ থেকে ২০১২ সাল পর্যন্ত মঙ্গোলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। তাঁর পরিবার নিয়ন্ত্রিত ফার্ম বড় এক খনির চুক্তি পাওয়ার পর তিনি ফ্ল্যাট দুটি কিনেছিলেন। খনি মঙ্গোলিয়ার মূল শিল্প। তবে ব্যাটবোল্ড তাঁর বিরুদ্ধে আনা এসব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। ৬০ বছর বয়সী এই রাজনীতিবিদ এখনো মঙ্গোলিয়ার সংসদে রয়েছেন। রয়টার্সে প্রকাশিত তাঁর আইনজীবী অরিন স্নাইডারের এক বিবৃতি অনুযায়ী, 'বাটবোল্ড আদালতে তাঁর সেই দিনের অপেক্ষায় আছেন, যখন তিনি এই ভিত্তিহীন অভিযোগের বিরুদ্ধে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ পাবেন।' মার্কিন ফেডারেল প্রসিকিউটররা বলেছে, সেন্ট্রাল পার্ক থেকে মাত্র কয়েক ব্লক দূরে দুটি অ্যাপার্টমেন্ট কিনেছেন বাটবোল্ড। সেগুলোর একটি কার্লটন হাউসে, আরেকটি ৭০ তলা কাঁচঘেরা আকাশচুম্বী ভবন দ্য পার্ক ইম্পেরিয়ালে। তাঁরা এ রাজনীতিবিদের বিরুদ্ধে জনগণের টাকা 'তাঁর পরিবারের বিলাসবহুল জীবনযাত্রার জন্য অবৈধ শেল কম্পানির মাধ্যমে খনির চুক্তি থেকে লাখ লাখ ডলার পাচার' করার অভিযোগ এনেছেন।
এফবিআইয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারী পরিচালক জেমস স্মিথ বলেছেন, 'জনগনের জন্য বরাদ্দকৃত অর্থ থেকে দুর্নীতির মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করার অভিযোগ আনা হয়েছে বাটবোল্ডের বিরুদ্ধে।'
মার্কিন প্রসিকিউটরদের বক্তব্য অনুযায়ী- বাটবোল্ড যখন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, তখন মধ্যস্থতাকারীদের মাধ্যমে তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন একটি কম্পানিকে ছয় কোটি ৮০ লাখ ডলারের খনির চুক্তি দেওয়া হয়েছিল। যদিও ক্যাট্রিসন নামে পরিচিত সেই প্রতিষ্ঠানটির কোনো খনি কার্যক্রম পরিচালনার ইতিহাস ছিল না। এর একমাত্র পরিচালক ছিলেন ভাষাতত্ত্বের একজন সাবেক শিক্ষক। সেই খনির চুক্তি থেকে লাখ লাখ ডলার তখন বিদেশি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাচার করা হয়েছিল এবং শেল কম্পানির মাধ্যমে সরানো হয়েছিল।

বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে মার্কিন কর্মকর্তার পদত্যাগ

আপনজন ডেস্ক: যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের বিতর্কিত গাজা নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করেছেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের মানবাধিকারবিষয়ক কর্মকর্তা। বৃহস্পতিবার (২৮ মার্চ) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে সংবাদমাধ্যম আল-জাজিরা।
প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, সদ্য পদত্যাগ করা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের ওই কর্মকর্তার নাম অ্যানেল শেলিন। মধ্যপ্রাচ্যের এই বিশ্লেষক মার্কিন সরকারের পক্ষে মানবাধিকার বিষয়ে প্রচারের পাশাপাশি এ সংক্রান্ত দায়িত্বও পালন করতেন। প্রেসিডেন্ট জো বাইডেনের ইসরায়েল নীতির বিরোধিতায় নিজের পদ ছেড়ে দেওয়া মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের সর্বশেষ কর্মী তিনি।
বুধবার শেলিন ওয়াশিংটন পোস্টকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে তার পদত্যাগের ঘোষণা দেন। তিনি এমন সময়ে বাইডেন প্রশাসন থেকে সরে দাঁড়ালেন, যখন গাজায় ইসরায়েলি হামলায় নিহতের ৩২ হাজার ছাড়িয়েছে এবং অবরুদ্ধ ভূখণ্ডটিতে দুর্ভিক্ষ আসন্ন বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেছে বিশ্ব খাদ্য কর্মসূচি।
শেলিনের পদত্যাগের আগে গেল অক্টোবরে পদত্যাগ করেছিলেন মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের আরেক কর্মকর্তা জশ পল। বাইডেনের গাজা নীতির প্রতিবাদে পদত্যাগ করা ওই কর্মকর্তা ছিলেন স্টেট ডিপার্টমেন্টের রাজনৈতিক-সামরিকবিষয়ক ব্যুরোর একজন পরিচালক। এছাড়া একই কারণে গত জানুয়ারিতে পদত্যাগ করেন মার্কিন শিক্ষা বিভাগের কর্মকর্তা তারিক হাবাশ। জ্যেষ্ঠ এই মার্কিন কর্মকর্তা যুক্তরাষ্ট্রের শিক্ষা বিভাগের পরিকল্পনা, মূল্যায়ন ও নীতি উন্নয়নের অফিসের বিশেষ সহকারী পদে ছিলেন। আল-জাজিরার সঙ্গে কথা বলার সময় হাবাশ বলেছেন, অ্যানেল শেলিনের চলে যাওয়ার এই সিদ্ধান্ত সেটিই স্পষ্ট করছে, গাজা যুদ্ধের মধ্যে দেশে এবং বিদেশে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান কীভাবে হ্রাস পেয়েছে।
তারিক হাবাশ বলেন, 'এটা আশ্চর্যজনক নয়, এমন কিছু লোক আছেন যারা স্টেট ডিপার্টমেন্টে মানবাধিকার সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ কাজগুলো করার চেষ্টা করলেও তারা মনে করছেন, তারা তাদের কাজ করতে অক্ষম। শেলিন হয়তো বুঝতে পেরেছেন, একমাত্র উপায় যে তিনি প্রভাব ফেলতে পারেন তা হলো তার চলে যাওয়া। কারণ, প্রায় ছয় মাসে মার্কিন নীতিতে কোনো উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়নি এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে ওয়াশিংটনের প্রভাব দিন দিন নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

মস্কোয় সন্ত্রাসী হামলায় পশ্চিমাদের আচরণ সন্দেহজনক: ল্যাভরভ

আপনজন ডেস্ক: রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী সের্গেই ল্যাভরভ বলেছেন, মস্কোর ক্রোকাস সিটি হলে সন্ত্রাসী হামলায় ইউক্রেনকে নির্দোষ দাবি করতে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন (ইইউ) এতটাই মরিয়া হয়ে উঠেছে যে, এ ধরনের আচরণ সন্দেহজনক।
শুক্রবার (২৯ মার্চ) রাশিয়ার দৈনিক ইজভেস্তিয়ায় প্রকাশিত এক সাক্ষাৎকারে ল্যাভরভ এ কথা বলেন।
সন্ত্রাসী গোষ্ঠী ইসলামিক স্টেট-খোরাসান (আইএসআইএস) মস্কোয় হামলার দায় স্বীকার করেছে। এ হামলায় এখন পর্যন্ত ১৪৩ জন নিহত এবং ২০০ জনেরও বেশি আহত হয়েছেন। তবে হামলার সঙ্গে সঙ্গেই ওয়াশিংটন ও ব্রাসেলস ঘোষণা করে, আইএসআইএস এ হামলার একমাত্র অপরাধী। তারা কোনোভাবেই কিয়েভের দিকে ইঙ্গিত করেনি।
রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রীর ভাষ্য, পশ্চিমারা সক্রিয়ভাবে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টা করছে যে, এই হামলা আইএসআইএস-এর কাজ এবং কাউকে সন্দেহ করার আর কোনো প্রয়োজন নেই। বিশেষ করে ইউক্রেনকে! তারা জোর দিয়ে বলছে যে কিয়েভকে দোষ দেওয়া যায় না। এমন পর্যায়ে তারা বলছে যে, টি আবেগপ্রবণ হয়ে উঠছে! ল্যাভরভ আরও বলেন, চার সন্দেহভাজন বন্দুকধারী যখন ইউক্রেনে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছিল, তখন রুশ নিরাপত্তা বাহিনীর হাতে ধরা পড়ে। আমরা বারবার বলেছি, তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসতে পারবো না। সত্যতার সঙ্গে তদন্তকাজ এগিয়ে যাচ্ছে, নতুন পরিস্থিতি বের হচ্ছে, তবে সুস্পষ্ট সম্ভাবনাগুলো বাদ দেওয়ার অধিকার আমাদের নেই।
এই হামলার সঙ্গে ইউক্রেনের কোনো সম্পর্ক নেই বলে সবাইকে বোঝানোর চেষ্টায় পশ্চিমারা সন্দেহজনকভাবে সক্রিয় রয়েছে। শুধু প্রকাশ্যে নয়, তারা আমাদের কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে যোগাযোগেও বলেছে যে, 'ইউক্রেনকে সন্দেহ করার দরকার নেই'। কিন্তু তারা কখনই কেনো সন্দেহ করা হবে না- তার ব্যাখ্যা করে না কেন? সুষ্ঠু যুক্তির দৃষ্টিকোণ থেকে আমরা ইউক্রেনকে সন্দেহের তালিকা থেকে বাদ দিতে পারি না।
ক্রেমলিনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ এবং রাশিয়ার পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র মারিয়া জাখারোভা উভয়ই এর আগে পশ্চিমা জোরাজুরির বিষয়ে মন্তব্য করেছিলেন।
রুশ গোয়েন্দা ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থা জানিয়েছে, সন্দেহভাজনরা হামলার জন্য অর্থ হিসেবে ইউক্রেন থেকে বিপুল পরিমাণ ক্রিপ্টোকারেন্সি নিয়েছিল বলে তারা প্রমাণ পেয়েছেন।
এদিকে ওয়াশিংটন দাবি করেছে, ৭ মার্চ মস্কোয় আসন্ন হামলার বিষয়ে যে সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছিল, তা সন্ত্রাসবিরোধী সহযোগিতার শামিল। তবে নিউইয়র্ক টাইমসের মতে, রাশিয়ার তদন্ত থেকে 'উৎস ও পদ্ধতি' আড়াল করতে হামলার বিষয়ে তাদের কাছে থাকা পুরো গোয়েন্দা তথ্য প্রকাশ করেনি যুক্তরাষ্ট্র।
রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী উল্লেখ করেছেন, জনসাধারণের সতর্কবার্তা আমেরিকানদের উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, ইংরেজিতে- রুশ সরকারকে উদ্দেশ্য করে নয়।
তিনি বলেন, আমরা বছরের পর বছর ধরে ইইউকে তথ্য বিনিময়ের জন্য একটি প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠা করতে এবং সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সমন্বয় করতে রাজি করানোর চেষ্টা করেছি। আমরা ২০১৮ সালে কিছু সেটআপ করতে পেরেছিলাম, এরপর ২০১৯ সালে এ বিষয়ে ইইউ এর সাথে সভা হয়েছিল। এরপর তারা (ইইউ) সব আগ্রহ হারিয়ে ফেলেন।

স্থানান্তর করা হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী

আপনজন ডেস্ক: ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তা থেকে বোর্নিও দ্বীপে স্থানান্তর করা হচ্ছে। তবে নতুন রাজধানী প্রতিষ্ঠার আগে জাকার্তাকে বিশেষ মর্যাদা দিয়েছে দেশটির পার্লামেন্ট। বৃহস্পতিবার জাকার্তাকে দেশের অর্থনৈতিক কেন্দ্র হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। বর্তমান রাজধানী জাকার্তা অত্যন্ত জনবহুল আর যানজটপূর্ণ। এছাড়া ভূগর্ভস্থ পানির মাত্রাতিরিক্ত উত্তোলনের ফলে শহরটি দেবে যাচ্ছে। জাভা সাগরের এই বৃহত্তম দ্বীপে বায়ুদূষণও মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এখানে ১ কোটির বেশি মানুষ বসবাস করে। সামান্য বৃষ্টিতেই শহরটি তলিয়ে যায়। তাই রাজধানীকে বোর্নিও প্রদেশের ইস্ট কালিমানতানের নুসানতারায় সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। শহরটি তৈরির জন্য ৩ হাজার ২০০ কোটি ডলার খরচ করা হচ্ছে। শহরটি বিদায়ি প্রেসিডেন্ট জোকো উইদোদোর বৃহত্তম একটি প্রকল্প। উইদোদো জাভা দ্বীপপুঞ্জ জুড়ে কেন্দ্রীভূত সম্পদ পুনর্বণ্টন করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। ১৮ মার্চ পাশ হওয়া আইন অনুযায়ী জাকার্তা এবং নতুন রাজধানীর উন্নয়ন কার্যক্রম সমন্বয় করার জন্য একটি একীভূতকরণ কাউন্সিল গঠন করা হবে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী টিটো কারনাভিয়ান জানান, নুসানতারায় রাজধানী স্থানান্তরের পর জাকার্তা যাতে বিশ্বের অন্যান্য শহরের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে, যাতে করে এই শহরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি হয় এবং দেশের জিডিপিতে অবদান বাড়ে।

সেহেরী ও ইফতারের সময়

সেহেরী শেষ: ভোর ৪.৯মি.
ইফতার: সন্ধ্যা ৫.৫৬ মি.

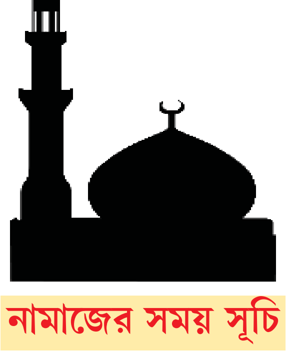

নামাজের সময় সূচি

ওয়াক্ত	শুরু	শেষ
ফজর	৪.৯	৫.৩০
যোহর	১১.৪৬	
আসর	৪.০৭	
মাগরিব	৫.৫৬	
এশা	৭.০৬	
তাহাজ্জুদ	১১.০৩	

গাজায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে ৩২৬২৩

আপনজন ডেস্ক: গত অক্টোবর থেকে শুরু হয়ে গাজা উপত্যকায় ইসরায়েলের হামলা এখনো চলছে। গত ২৪ ঘণ্টায় সেখানে অন্তত ৭১ জন নিহত এবং ১১২ জন আহত হয়েছে। এতে ৭ অক্টোবর থেকে নিহত ফিলিস্তিনির সংখ্যা বেড়ে পৌঁছেছে অন্তত ৩২ হাজার ৬২৩ জনে। পাশাপাশি এ সময়ে আহত হয়েছে মোট ৭৫ হাজার ৯২ জন। অনেক মানুষ এখনো ধ্বংসস্তূপের নিচে এবং রাস্তায় আটকা পড়ে আছে। কারণ উদ্ধারকারীরা তাদের কাছে পৌঁছতে পারছেন না।

দক্ষিণ আফ্রিকায় সেতু থেকে বাস খাদে পড়ে নিহত ৪৫, ভাগ্যক্রমে বাচঁল এক শিশু

আপনজন ডেস্ক: দক্ষিণ আফ্রিকার উত্তরাঞ্চলীয় লিম্পোপো প্রদেশে একটি যাত্রীবাহী বাস খাদে পড়ে ৪৫ জন মানুষ নিহত হয়েছেন। বৃহস্পতিবার রাজধানী জোহানেসবার্গ থেকে ৩০০ কিলোমিটার দূরের লিম্পোপো রাজ্যের মামটলাকালা এলাকায় এ দুর্ঘটনা ঘটে। দেশটির পরিবহণ মন্ত্রণালয়ের বরাতে বিবিসির প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।
প্রতিবেদনে বলা হয়, বাসটিতে চালকসহ ৪৬ জন যাত্রী ছিল। দুর্ঘটনার পর শুধু ৮ বছরের এক শিশুকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে। আহত ঐ শিশুটি বর্তমানে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। বিবিসি জানায়, যাত্রীবাহী বাসের চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে বাসটি একটি সেতুর রেলিংয়ে ধাক্কা খেয়ে নিচে পড়ে যায়। এরপর বাসটিতে আগুন ধরে যায় বলে মন্ত্রণালয়ের বিবৃতিতে বলা হয়। বাসটি প্রতিবেশী দেশ বতসোয়ানা থেকে যাত্রী নিয়ে লিম্পোপোর শহর মোরিয়া যাচ্ছিল। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত উদ্ধার অভিযান চালাচ্ছিলেন উদ্ধার কর্মীরা।
ঘটনাস্থলে অনেকের আগুনে পোড়া লাশ উদ্ধার করা হয়েছে, যাদের চিহ্নিত করা দুষ্কর। বাকিরা বাসের ধ্বংসস্তূপের নিচে চাপা পড়েছে এবং অন্যরা ঘটনাস্থলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বলে লিম্পোপোর পরিবহন বিভাগের পৃথক বিবৃতিতে বলা হয়েছে।

এবার সিরিয়ায় ইসরায়েলের হামলা, নিহত ৩৬ সেনা

আপনজন ডেস্ক: গাজার পর এবার সিরিয়ায় হামলা চালিয়েছে ইসরায়েল। হামলায় সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর অন্তত ৩৬ সেনা সদস্য নিহত হয়েছেন। শুক্রবার ভোরে এ হামলা চালায় ইসরাইলি বাহিনী।
সিরিয়ার মানবাধিকার ও যুদ্ধ পরিস্থিতি নিয়ে কাজ করা ব্রিটেনভিত্তিক সংগঠন সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের বরাত দিয়ে বার্তা সংস্থা এএফপি এ তথ্য জানিয়েছে।
সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটস জানিয়েছে, সিরিয়ার আলেপ্পো প্রদেশের একটি এলাকায় স্থানীয় সময় আজ ভোরে হামলা চালায় ইসরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী। সেই হামলায় সিরিয়ার সশস্ত্র বাহিনীর অন্তত ৩৬ সেনাসদস্য নিহত হয়েছেন। তবে স্বাধীনভাবে সিরিয়ান অবজারভেটরি ফর হিউম্যান রাইটসের দেওয়া তথ্য যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
এএফপি জানিয়েছে, আলেপ্পোর জিবরিন এলাকায় আলেপ্পো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে একটি গুদামে ইসরায়েলি ক্ষেপণাস্ত্র আঘাত হানে। গুদামটি লেবাননের সশস্ত্র গোষ্ঠী হিজবুল্লাহর অস্ত্রাগার বলে ধারণা করা হচ্ছে। হামলার দুই ঘণ্টা পরও গুদামটি থেকে বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেছে।
এর আগে গত বছরের ডিসেম্বর থেকে শুরু করে চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত লেবাননের অভ্যন্তরে একাধিকবার হামলা চালায় ইসরায়ে। এসব হামলায় ব্যাপক বেসামরিক প্রাণহানি ঘটে।

উমরাহ ২০২৪

আস–সফর ট্যুর এন্ড ট্রাভেলস
একটি বিশ্বস্থ হজ্জ্ব ও উমরাহ প্রতিষ্ঠান
প্রোঃ তোফাইল আহমেদ
আমাদের প্যাকেজ ও পরিষেবা
Economy Category ₹ 90,000/- থেকে শুরু
উমরাহ ₹মাত্র 90,000/-
■ Food: Brekfast Lunch & Dinner (বুফে খাওয়া ও সর্বক্ষণ চায়ের ব্যবস্থা)।
প্রতি মাসে উমরাহ পাঠানোর ব্যবস্থা আছে।
■ Ziyarat: মক্কা–মদিনার যিয়ারত ও সকল যাতায়াত ব্যবস্থা।
■ Guide: সর্বক্ষণ নিজে গাইড করা ও নতুনদের উমরাহ করানো।
Contacts Us
7407225774
6297039254
9647034102
শীঘ্রই বুকিং করুন
ঠিকানাঃ সম্রাট মার্কেট ■ লালগোলা ■ মুর্শিদাবাদ

আপনজন

ইনসাফের পক্ষে নির্ভীক কণ্ঠস্বর

১৯ বর্ষ, ৮৮ সংখ্যা, ১৬ চৈত্র ১৪৩০, ১৯ রমজান, ১৪৪৫ হিজরি

রাজনৈতিক অস্থিরতা

আমাদের নেতিবাচক যে রাজনৈতিক সংস্কৃতি বিদ্যমান, তাহার পরিবর্তনের কোনো লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। ২০১১ সালের নির্বাচনে তত্কালীন প্রধান বিরোধীশক্তি তৃণমূল কংগ্রেসের নিকট পরাজিত হইয়া অবসান ঘটে ৩৪ বত্সরের বাম রাজত্ব; কিন্তু বামপন্থিদের দুঃশাসনের অবসান হওয়ার পর যাহারা এখানকার রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তনের আশা করিয়াছিলেন, তাহাদের সেই আশার গুড়ে বালি পড়িয়াছে নিঃসন্দেহে। দেখা যাইতেছে পূর্বের মতো মাস্তানতন্ত্র সেখানে আজও বিরাজমান। সম্প্রতি সন্দেশখালীতে ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় একজন নেতার গ্রেফতার, তাহার অত্যাচার-নির্যাতন, জমি দখল, নিজস্ব পেটোয়া বাহিনী গঠন ইত্যাদি কাহিনি পড়িয়া বিস্মিত গণতন্ত্রকামী মানুষ। ইহা ছাড়া সেইখানে যে কোনো নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া মারামারি, হানাহানি, মামলা-হামলার খবর নূতন নহে। আগামী এপ্রিল-মে মাসে দেশটির লোকসভা নির্বাচনের পূর্বভাগেই সেইখানকার রাজনীতি উত্তপ্ত হইতে শুরু করিয়াছে। উল্লেখ্য, পৃথিবীর অধিকাংশ উন্নয়নশীল দেশের চিত্র ও চরিত্রও অনুরূপ। ক্ষমতাসীনরা বিরোধিতা সহ্যই করিতে পারেন না। কেহ বিরোধিতা করিবার চেষ্টা করিলেই হামলা ও মামলার খড়্গ নামিয়া আসে। কোথাও কম বা অধিক—এই যাহা পার্থক্য। সরকারের বিরুদ্ধে কেহ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে গেলেই তাহাকে কতভাবে যে নাজেহাল ও হেনস্তা করা হয় তাহার ইয়ত্তা নাই। নিষ্ঠুরভাবে দমনের ফন্দিফিকির সর্বদা চলিতেই থাকে। তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে রাজনৈতিক অস্থিরতার বড় কারণ হইল বিরোধী মতাদর্শের লোকদের প্রতি এই দমন ও পীড়নের নিষ্ঠুর প্রবণতা। তাহাদের কোথাও দাঁড়াইতে না দেওয়ার এই সংস্কৃতি গণতান্ত্রিক বিকাশের জন্য বিপজ্জনক। এখানে প্রসঙ্গক্রমে সেই রূপকথার কাহিনিটি আমাদের মনে পড়িয়া যায়। মাছের দল দেবতার নিকট নিজেদের জন্য একজন রাজা চাহিলে তাহাদের জন্য পাঠানো হইল কচ্ছপকে; কিন্তু কচ্ছপ অলস প্রকৃতির, সে কেবল ঘুমায়। অগত্যা তাহাদের অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে এইবার পাঠানো হইল মাছরাঙাকে; কিন্তু ইহার পর মাছেরা পড়িল আরো বিপাকে। মাথা চাড়া দিতেই মাছরাঙা তাহাদের ধরিয়া খাইয়া ফেলে। উন্নয়নশীল দেশের অবস্থাও হইয়াছে তদ্রূপ। কেহ ক্ষমতাসীনদের বিরুদ্ধে কিছু বলিতে গেলেই অনিবার্য হইয়া দাঁড়ায় জেল-জুলুম । এই সকল দেশে প্রশাসন আর প্রশাসন নাই বলিলেই চলে। প্রশাসনিক ক্যাডাররা পরিণত হয় রাজনৈতিক ক্যাডারে। প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী প্রভৃতি সংস্থা আর রাজনৈতিক দলের মধ্যে প্রার্থক্য নির্ণয় করা কঠিন। রাজনৈতিক দল ও সরকারি আমলারা মিলিয়া-মিশিয়া যেন একেকার হইয়া যায়। আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা যে মহান উদ্দেশ্য-লক্ষ্যকে সম্মুখে রাখিয়া তাহা হইতে বহুলাংশে বিচ্যুতিতে রাষ্ট্র পড়িয়া যায় হুমকির মধ্যে। অনেক দেশে স্থানীয় সরকার হইতে শুরু করিয়া জাতীয় নির্বাচন আসিলেই সেখানে বিপক্ষের নেতাকর্মীদের দমনে তাহারা উঠিয়া-পড়িয়া লাগে। নির্বাচনের বহু পূর্ব হইতেই শুরু হয় ধরপাকড়। নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে পুরাতন মামলা পুনর্জীবিত করা হয়। নূতন করিয়া দেওয়া হয় মিথ্যা ও সাজানো মামলা। একের পর এক মামলা দিয়া পর্যুদস্ত করা হয় যাহাতে তাহারা নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণায় অংশগ্রহণ করিতে না পারেন। বরং কোর্ট-কাচারি দৌড়ঝাঁপ করিতে গিয়াই মূল্যবান সময় চলিয়া যায়। ফলে ঐ সকল দেশে বিরোধী মতের যেমন গুরুত্বপূর্ণ নেতা থাকেন না, তেমিন রাজনৈতিক মাঠে-ময়দানে নিবেদিত প্রাণ ও সাহসী কর্মীর দেখা মেলাও ভার হইয়া পড়ে। এইভাবে ফাঁকা মাঠে গোল দেওয়ার চলে হীন প্রচেষ্টা। ভারতীয় উপমহাদেশসহ উন্নয়নশীল দেশের এই সকল চিত্র সত্যিই হতাশাজনক। তবে আজ হউক আর কাল হউক—ইহার একটি সুরাহা অবশ্যই হইবে। নির্বাচনকে কেন্দ্র করিয়া এই কুস্তির লড়াইয়ের অবসান একান্ত কাম্য। সরকারি প্রশাসন যদি প্রশাসনের মতো আচরণ করে, তাহা হইলে এমনটি হইবার কথা নহে; কিন্তু দেখা যায়, উন্নয়নশীল দেশসমূহে প্রশাসন, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী ও ক্ষেত্রবিশেষে বিচার বিভাগ যে দিকে কাত হয় বা ঝুঁকিয়া পড়ে, নির্বাচনে তাহারাই বিজয়ী হন। তাহারা কেন কাত হন বা কে বা কাহারা তাহাদের কাত করান তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেহ জানেন না। পরিহাসের বিষয় হইল, আজ যাহারা এইভাবে অত্যাচারিত ও নির্যাতিন হন, ক্ষমতার পট পরিবর্তনে তাহারা ক্ষমতায় গিয়া আবার একই পন্থা অবলম্বন করেন। ফলে তৃতীয় বিশ্বের দেশসমূহে রাজনৈতিক ও সামাজিক অস্থিরতা চলিতেই থাকে।

• • • • • • • • • • • •

লোকসভা নির্বাচনে পশ্চিমবঙ্গে কে কোথায় দাঁড়িয়ে

আগামী এপ্রিল মাসে দেশজুড়ে লোকসভা নির্বাচন শুরু হবে। লোকসভা নির্বাচনে ভোট হবে সাত দফায়। ১৯ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গেও এই নির্বাচন শুরু হচ্ছে। গতবারের (২০১৯) লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের ৪২ টি আসনের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ২২ টি, বিজেপি ১৮ টি এবং কংগ্রেস ২ টি। নির্বাচন শুরুর তিন সপ্তাহ আগে এবারের নির্বাচনী দৌড়ে তৃণমূল, বিজেপি ও বিরোধী জোট বাম কংগ্রেসের পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করেছেন **শুভজিৎ বাগচী**।

বুধবার সকালে উত্তর কলকাতায় বিজেপির রাজ্য দপ্তরে বিভিন্ন জেলা থেকে হাজির হন কয়েক শ দলীয় কর্মী। তাঁরা রাজ্য নেতৃত্বের বিরুদ্ধে স্লোগান দেওয়ার পাশাপাশি রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ছবিতে আগুনও দেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে ‘সেটিং’ (যোগসাজশ) করে নির্বাচন লড়ছে বিজেপি। জেলা স্তরে উপযুক্ত প্রার্থীকে মনোনয়ন না দিয়ে নেতৃত্ব নিজেদের খেয়ালখুশিমতো প্রার্থী দিয়েছে। এর ব্যাখ্যা চান দলীয় কর্মীরা।

এ ধরনের ঘটনার পরেও পশ্চিমবঙ্গে লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভালো ফল করার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রধান কারণ ২০১১ সালে ক্ষমতায় আসার পর তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে ১৩ বছরের ক্ষমতাসীন-বিরোধিতার (অ্যান্টি-ইনকামবেন্সি) হাওয়া। শীর্ষ স্তরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা দলের জাতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেকের নানা সিদ্ধান্ত নিয়ে মধ্যনেতৃত্বের মধ্যে ক্ষোভ রয়েছে। কিন্তু তৃণমূলের বড় সমস্যা পাড়া, গ্রাম, পঞ্চায়েত বা ব্লক পর্যায় স্থানীয় স্তরের নেতাদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। তৃণমূলের স্থানীয় নেতাদের বিরুদ্ধে এই ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ দেখা গেছে উত্তর চব্বিশ পরগনার সন্দেশখালীতে। এ ঘটনা সম্পর্কে সম্প্রতি বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের একটি নিরপেক্ষ রিপোর্ট বলছে, অভিযোগের যথেষ্ট ভিত্তি রয়েছে।

ওই দলের তরফে শুভপ্রতিম রায়চৌধুরী সংবাদমাধ্যমকে বলেন, ‘জমি লুট ও ব্যাপক নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষের প্রতিরোধ আন্দোলন স্বতঃস্ফূর্ত ছিল, বিরোধী দল হিসেবে বিজেপি সেখানে মানুষের ক্ষোভকে পুঁজি করেছে এবং তার নীতি অনুযায়ী সাম্প্রদায়িক রং ও রূপ দিয়েছে।’

মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের ওপরে রাজনৈতিক দলের মদদপুষ্ট ‘দাদা’দের অত্যাচার দক্ষিণ এশিয়ার বড় সমস্যা। এতে মানুষের ক্ষোভ বাড়ে। ক্ষোভের এই সুবিধা বিজেপি এবার পশ্চিমবঙ্গে পাবে। এর জেরে গতবারের ১৮ আসন এবং ৪০ দশমিক ৭ শতাংশের রেকর্ড তারা ভাঙতে পারে কি না, সেটা বোঝা যাবে ৪ জুন যখন ফল ঘোষণা করা হবে।

রামমন্দিরের প্রভাব

রাজ্যের সব আসনের মধ্যে অন্তত অর্ধেক পেতে গেলে বিজেপিকে কিছু জিনিস করতে হবে, যা তারা এখনো করে উঠতে পারেনি। তাদের সেই অসুবিধার দিকগুলো খতিয়ে দেখার আগে সুবিধার দিকটা দেখা যাক।

■ তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ ও দুর্নীতি।

■ অন্যবারের মতো এবারও হিন্দু ভোট টানতে বিজেপি ভরসা রাখছে ধর্মের ওপরে।

■ অন্য রাজ্যের মতো পশ্চিমবঙ্গেও লোকসভা নির্বাচনে বিজেপির ভোটের হার বাড়ছে।

বিজেপির প্রথম সুবিধা হলো তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভ, বিশেষত গ্রামের মানুষের ক্ষোভ। দ্বিতীয় কারণটা হতে পারে, গত ২২ জানুয়ারি অযোধ্যায় রামমন্দিরের মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠার পর দেশজুড়ে একটা সার্বিক ধর্মীয় আবহাওয়া তৈরি করতে পারা। এই হাওয়াকে নির্বাচনের আগে বহু গুণে বাড়াতে সচেষ্ট হয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) যাতে তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি নির্বাচনে লাভবান হতে পারে।

আরএসএসের ধর্মীয় শাখা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সর্বভারতীয় সহসম্পাদক শচীন্দ্রনাথ সিনহা এ প্রসঙ্গে প্রথম আলোকে বলেন, লাখ লাখ মানুষকে অযোধ্যায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে এবং হচ্ছে সেখানে কী ধরনের পরিবর্তন ঘটেছে, তা দেখাতে। তারা ফিরে সমাজকে বলবেন অযোধ্যায় দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে, বাংলায়ও এই পরিবর্তন আনতে হবে।

রামমন্দির উদ্বোধনের আগে বাড়ি বাড়ি গিয়ে অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণপত্র দেওয়ার কর্মসূচি নিয়েছিল আরএসএস। এ কর্মসূচির ফলে বিজেপির কী লাভ বা ক্ষতি হবে, সেই আলোচনায় যাননি সিনহা। কিন্তু এ অভিযানের কারণে যদি কোনো দল লাভবান হয়, তবে যে বিজেপিই হবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। তবে তৃণমূল কংগ্রেস এর সঙ্গে একমত নয়। তাদের বক্তব্য, রামমন্দির নির্দেশিত ধর্মীয় আন্দোলন পশ্চিমবঙ্গে প্রভাব ফেলতে পারবে না। ইতিমধ্যেই মন্দির নিয়ে যে আবেগ তৈরি হয়েছিল, তার প্রায় পুরোই চলে গেছে বলেও তাঁরা মনে করেন।

এ প্রসঙ্গে তৃণমূল কংগ্রেসের জ্যেষ্ঠ মন্ত্রী এবং কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম বলেছেন, ‘এর কোনো প্রভাব পশ্চিমবঙ্গে পড়বে না। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আমাদের হাতিয়ার। রাজনীতি হবে কর্মের ভিত্তিতে, ধর্মের ভিত্তিতে নয়।’

অন্যান্য বারের মতোই এ নির্বাচনে হিন্দু ভোট টানতে বিজেপি ভরসা রাখছে ধর্মের ওপরে। অন্যদিকে তৃণমূলের প্রধান হাতিয়ার মুখ্যমন্ত্রীর জনকল্যাণমূলক প্রকল্প। তবে জনকল্যাণমূলক প্রকল্প ১০ বছর ধরে চলছে। নির্বাচনে তৃণমূলের সবচেয়ে বড় শক্তির জায়গা হিসেবে প্রকল্পের ভোট টানার ক্ষমতা কমছে কি না, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।

কানাডার লরেন্স কিনলিন বিজনেস স্কুলের অন্তর্গত ফ্যানশোয়ে কলেজের সমাজবিজ্ঞানী অধ্যাপক ইন্দ্রনীল চক্রবর্তী দীর্ঘদিন পশ্চিমবঙ্গে সাংবাদিকতা করেছেন। তিনি তৃণমূলের কল্যাণমূলক প্রকল্প সম্পর্কে বলছিলেন, ‘প্রথম ১০-১৫ বছরের পরে সিপিআইএম দলেরও এ সমস্যা হয়েছিল। তারা আর বড় কোনো সাফল্যের কথা সেভাবে প্রচারে আনতে পারছিল না, আংশিক ভূমি সংস্কারের সাফল্য ছাড়া। মনে হচ্ছে তৃণমূলও কিছুটা সেই রকম একটা জায়গায় আটকে গেছে। এই নির্বাচন এবং ২০২৬-এর বিধানসভা থেকে বিষয়টা সম্পর্কে কিছুটা আন্দাজ পাওয়া যাবে।’

তাঁর এ কথার অর্থ দাঁড়ায়, জনকল্যাণমূলক প্রকল্প আগামী দিনে তৃণমূলের শক্তি ও দুর্বলতা দুই-ই হতে পারে।

ভোটের সার্বিক ধরন

বিজেপির আরেকটি বড় সুবিধা রয়েছে। সেটি হল ভোটের ‘প্যাটার্ন’। দেখা যাচ্ছে, অন্য অনেক রাজ্যের মতোই পশ্চিমবঙ্গেও বিধানসভা থেকে লোকসভায় বিজেপির ভোটের হার বাড়ছে। বরাবরই লোকসভায় কেন্দ্রীয় দলের সুবিধা থাকে। বিজেপি ২০১৪ সালের পরে এ সুবিধা পাচ্ছে। এ কারণে লোকসভায় বিজেপির সঙ্গে তৃণমূলের ভোটের ফারাক কমছে, কিন্তু আবার বিধানসভায় বেড়ে যাচ্ছে।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে তৃণমূল কংগ্রেস পেয়েছিল ৩৪ শতাংশ ভোট। বিজেপি ১৭। ২০১৬ সালের বিধানসভায় তৃণমূল কংগ্রেসের ক্ষেত্রে বেড়ে হলো ৪৫ এবং বিজেপির কমে হলো ১০ শতাংশ। অর্থাৎ ১৭ থেকে বিজেপি নেমে গেল দশে। এটাই ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে পর্যায়ে ৪০ দশমিক ৭ শতাংশে চলে গেল। কিন্তু আবার প্রায় ৩ শতাংশ কমে ৩৮ শতাংশে নেমে এল ২০২১ সালে রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনে। বিজেপির লোকসভা নির্বাচনে ভোট বাড়ার স্বাভাবিক কারণ হিসেবে যে বিষয়টিকে তুলে ধরা হয়, তা হলো, ‘নরেন্দ্র মোদি ফ্যাক্টর’। সমীক্ষকদের বক্তব্য, প্রধানমন্ত্রীর জন্যই ভোট বাড়ছে লোকসভায়। রাজ্য বিজেপির অন্যতম উপদেষ্টা এবং আরএসএসের পুরোনো সদস্য ধনপতরাম আগরওয়ালের মতে, বিজেপির সুবিধা দুটি। তিনি বলেন, ‘একদিকে মোদি সামনে থেকে দল এবং দেশকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন। আমরা একের পর এক সমীক্ষায় দেখতে পাচ্ছি, তিনি বিরোধী নেতৃত্ব থেকে অনেকটা এগিয়ে রয়েছেন। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ ১০ বছর ধরে মানুষ ভারতের অর্থনৈতিক পুনর্গঠন দেখেছেন, বিশেষত কোভিড-পরবর্তী পর্যায়ে।’

এসব কথাবার্তা থেকে ধারণা করা হচ্ছে, এবারও লোকসভায় ৩-৪ শতাংশ ভোট বাড়তে পারে বিজেপির। এটা তাদের আসনসংখ্যা গতবারের চেয়ে বাড়াতে পারে। বিষয়টি তৃণমূলের জন্য উদ্বেগের।

দুই দলের প্রধান সমস্যা

তৃণমূল কংগ্রেসের প্রধান সমস্যা অবশ্যই মাঠপর্যায়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ। তাদের দ্বিতীয় সমস্যা দুর্নীতি। তবে সেটা যতটা শহরাঞ্চলে, ততটা গ্রামে নয়। কারণ, গ্রামের মানুষের বড় অংশই মনে করেন, তৃণমূল দুর্নীতি করলেও প্রকল্পের টাকা মানুষের হাতে পৌঁছায়। কিন্তু এর বাইরেও একটা বড় সমস্যা রয়ে গেছে বলে মনে করছেন নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৃণমূলের সাবেক এক সংসদ সদস্য। তাঁর পর্যবেক্ষণ হলো, প্রার্থী তালিকা দেখে অনেকেই মনে করছেন যে বেশ কিছু আসন ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি প্রথম আলোকে বলেন, ‘হুগলি আসনে বিজেপির এমপি এবং এবারের প্রার্থী লকেট চট্টোপাধ্যায় যথেষ্ট চাপের মধ্যে ছিলেন। কিন্তু সেখানে দিদি কলকাতা থেকে অভিনেত্রী রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এনে দাঁড় করিয়ে দিলেন। সেই কবে ক্রিকেট খেলেছিলেন কীর্তি আজাদ তাঁকে বর্ধমানে দাঁড় করানো হলো। এঁদের নিজেদের কেন্দ্র সম্পর্কে কোনো ধারণাই নেই। এ রকম অন্তত ছয়-সাতটি উদাহরণ দেওয়া যায়, যেখানে অজ্ঞাত কারণে দুর্বল প্রার্থী দিয়ে বিজেপির সুবিধা করা হয়েছে।’

প্রায় এই একই অভিযোগ মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলার দুই প্রার্থী মুর্শিদাবাদের বহরমপুরে গুজরাতের ক্রিকেটার ইউসুফ পাঠান এবং মালদহের দক্ষিণে গবেষক শাহনওয়াজ আলী রায়হানকে নিয়ে। তাঁদের প্রার্থী করায় ওই দুই আসনে তৃণমূল কংগ্রেসের মুসলমান সমর্থকদের একাংশ কংগ্রেসকে ভোট দেবে বলে কার্যত খোলাখুলি ঘোষণা করেছে। মুসলমানপ্রধান অঞ্চলে কংগ্রেস এবং তৃণমূল কংগ্রেসের মধ্যে ভোট ভাগাভাগিতে লাভবান হতে পারে বিজেপি।

এসব কারণেই বলা হচ্ছে ‘সেটিং থিওরি’ বা যোগসাজশের নির্বাচন, যে অভিযোগে বিজেপি পার্টি অফিসে এসে বিক্ষোভ দেখিয়েছেন দলের কর্মীরা। বিজেপির বিরুদ্ধেও একই অভিযোগ রয়েছে। যেমন, উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাট আসনে বিজেপি প্রার্থী করেছে সন্দেশখালির গৃহবধূ রেখা পাত্রকে। সন্দেশখালিতে তৃণমূলবিরোধী আন্দোলনের কারণেই রাজনীতিতে সম্পূর্ণ আনকোরা এই গৃহবধূকে প্রার্থী করা হয়েছে।

কিন্তু সমস্যা অন্যত্র। বসিরহাট লোকসভা কেন্দ্রে অন্যান্য কেন্দ্রের মতোই সন্দেশখালী ছাড়াও আরও ছয়টি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে। বিজেপির স্থানীয় নেতৃত্ব মনে করছেন, তাঁদের প্রার্থীর সন্দেশখালী গ্রাম ছাড়া জেলার রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে কোনো ধারনাই নেই। সে কারণেই তাঁকে কলকাতায় বসে প্রশিক্ষণ নিতে হচ্ছে নির্বাচনের তিন সপ্তাহ আগে। এ বিষয়ে বক্তব্য বসিরহাটের এক বিজেপি নেতার বক্তব্য হলো, ‘স্বাভাবিকভাবেই বসিরহাটের বিজেপি সমর্থকদের মনোবল তলানিতে পৌঁছেছে। প্রার্থীর বিরুদ্ধে পোস্টারও পড়েছে। মনে রাখতে হবে এ আসনে তৃণমূল প্রার্থী করেছে হাজী নুরুল ইসলামকে যে দীর্ঘদিনের পোড়-খাওয়া নেতা।’

বিজেপির নেতা-কর্মীদের একাংশ মনে করছেন, বিরোধীদলীয় নেতা শুভেন্দু অধিকারী মাত্র পাঁচ বছর আগে তৃণমূল থেকে এসে পুরোনো নেতাদের গুরুত্ব কমিয়ে বিজেপির ভেতরে নিজের কর্তৃত্ব স্থাপন করতে পেরেছেন। প্রার্থী তালিকায় শুভেন্দুর পছন্দের লোকদের স্থান হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদারের ঘনিষ্ঠরা সুবিধা করতে পারেননি।

বিজেপির এক নেতা বলেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, দিলীপ ঘোষকে তাঁর জেতা আসন মেদিনীপুর থেকে সরিয়ে ওই আসনে কলকাতা থেকে অগ্নিমিত্রা পালকে নিয়ে আসা হয়েছে। তিনি মেদিনীপুর সম্পর্কে বিশেষ জানেন না। দিলীপ ঘোষকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে পাশের বর্ধমানে, যেখানে তিনি নতুন। এভাবেই নানা আসনে কাউকে কেন প্রার্থী করা হয়েছে, তার কোনো ব্যাখ্যা নেই।

বিজেপির আরও কিছু সমস্যা রয়েছে, যা পশ্চিমবঙ্গে সর্ববৃহৎ দল হওয়ার পথে বাধা হতে পারে। এর একটি হল কর্মিসংখ্যা। পশ্চিমবঙ্গে ৮০ হাজারের কিছু বেশি নির্বাচনী বুথ রয়েছে। একেকটি বুথে নির্বাচনের অনেক আগে থেকে কাজ করার জন্য এবং নির্বাচনের দিনে বুথ পরিচালনার জন্য কমপক্ষে পাঁচজন কর্মী দরকার। এই কর্মীদের দলের জন্য নিবেদিতপ্রাণ হওয়া প্রয়োজন। কারণ, পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচনে সহিংসতার আশঙ্কাও রয়েছে। অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের সব বুথে সমানে সমানে লড়তে গেলে চার থেকে পাঁচ লাখ নিবেদিত কর্মী চাই। ২০২১ সালের নির্বাচনে মোটামুটিভাবে এক-তৃতীয়াংশ বুথে কর্মী দিতে পেরেছিল বিজেপি। এ নির্বাচন আরও অনেক কিছুর মতোই ইঙ্গিত দেবে গত তিন বছরে আরও বেশিসংখ্যক নিবেদিত কর্মী বিজেপি পেয়েছে কি না। জেতা-হারাও অনেকটাই নির্ভর করবে এর ওপরে।

সিপিআইএম এবং কংগ্রেসের অবস্থা

২০২৪ সালের নির্বাচনে বামফ্রন্ট, বিশেষত সিপিআইএম (কমিউনিস্ট পার্টি অব ইন্ডিয়া, মার্ক্সিস্ট) ঘুরে দাঁড়ানোর আশা করছে। সম্প্রতি ব্রিগেডে দলটির সমাবেশে বিরাট জমায়েতও হয়েছে। কিন্তু এরপরও সিপিআইএমের আসন পাওয়ার সম্ভাবনা কম। গত লোকসভা নির্বাচনে কংগ্রেস দুটি আসন পেয়েছিল। কংগ্রেস এবার দুটি আসনই ধরে রাখতে পারবে কি না, সেটাই দেখার বিষয়।

(মতামত লেখকের ব্যক্তিগত)

সৌ: প্র আ:

যুদ্ধ-বিরতি বাস্তবে কতটা কার্যকর হবে?

মারিকা সোসনোস্কি

সশস্ত্র সংঘাতের ক্ষেত্রে যুদ্ধবিরতি এক ‘অনন্য জটিল’ হাতিয়ার। যুদ্ধবিরতিকে এভাবে বিশেষায়িত করার কারণ, এর মধ্য দিয়ে যুদ্ধ-সংঘাত, আইন ও রাজনীতির হিসাবনিকাশে নানা ক্ষেত্রে ছেদ পড়ে। সাধারণত যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ হলে তা আন্তর্জাতিক আইন হয়ে ওঠে। তবে মুশকিল হলো, অধিকাংশ ক্ষেত্রে আইন ও বাধ্যবাধকতাকে তোয়াক্কা করা হয় না। প্রখ্যাত রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিন্ডি উইটের মতে, ‘যুদ্ধবিরতি বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই আন্তর্জাতিক আইনের সঙ্গে ভারসাম্য ধরে রাখতে পারে না। যুদ্ধবিরতির শর্ত পূরণ হয় না ঠিকঠাকভাবে।’ অর্থাত্, আন্তর্জাতিক আইনকে তোয়াক্কা করার প্রশ্নে যুদ্ধবিরতিকে প্রায়ই খাপছাড়া হয়ে উঠতে দেখা যায়। গাজা যুদ্ধবিরতির ক্ষেত্রে ঠিক এমনটাই লক্ষ করা যাচ্ছে।

জাতিসংঘের সর্বোচ্চ নীতিনির্ধারণী পর্ষদ নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির আহ্বানসংবলিত প্রস্তাব পাশ হয়েছে সম্প্রতি। আমরা দেখেছি, একবার-দুবার নয়, যুদ্ধবিধ্বস্ত ফিলিস্তিনের গাজায় অবিলম্বে ইসরাইলি হামলা বন্ধে নিরাপত্তা পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাব তিন তিনবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর মুখে পড়ে। জাতিসংঘের স্থায়ী সদস্য হওয়ায় যুক্তরাষ্ট্রের ভেটোর কারণে বাতিল হয়ে যায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব। তবে দৃশ্যপট পালটে যায় গত ২৫ মার্চ। গাজায় অবিলম্বে যুদ্ধবিরতির আহ্বান জানিয়ে নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব তোলা হলে সবাইকে অবাক করে দিয়ে তাতে ভেটো দেওয়া থেকে বিরত থাকে যুক্তরাষ্ট্র। এর ফলে গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ হয়েছে শেষ পর্যন্ত। গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ হওয়া এক দিকে খুশির খবর বটে, কিন্তু এতটুকুতেই যে সমস্যা শেষ হয়ে গেল, বিষয়টা তেমন নয়। বরং গাজায় যুদ্ধবিরতির ভবিষ্যত্ রাষ্ট্রবিজ্ঞানী সিন্ডি উইটের কথাকে মনে করিয়ে দিচ্ছে। লক্ষণীয়, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে বিভিন্ন শব্দ বা বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন—অবিলম্বে টেকসই ও মানবিক যুদ্ধবিরতি, মানবিক বিরতি, জরুরি মানবিক বিরতি, শত্রুতার টেকসই সমাপ্তি ইত্যাদি। প্রশ্ন হলো, আন্তর্জাতিক আইনে পরিণত হওয়া এসব কথা কি আদৌ তোয়াক্কা করা হবে বা হচ্ছে? বরং এর উলটো চিত্রই দেখা যাচ্ছে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশের পর। এতে বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করছে না ইসরাইল। এমনকি এই প্রস্তাবের শর্ত মানবে না বলেও হুঁশিয়ারি দিয়ে রেখেছে তেল আবিব।

এই যখন অবস্থা, তখন স্বভাবতই প্রশ্ন উঠছে, জাতিসংঘ গৃহীত গাজা যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব ব্যাবহারিক ক্ষেত্রে ঠিক কতটা কার্যকর হবে? তার থেকেও বড় প্রশ্ন, এতে করে কি এই যুদ্ধে বিশেষ কোনো প্রভাব পড়বে? গাজায় যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ সত্ত্বেও এনফোর্সমেন্ট মেকানিজম (চুক্তি বলবত্ করা) কঠিন হবে বলেই প্রতীয়মান। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী, নিরাপত্তা পরিষদের কোনো প্রস্তাব পাশ হলে জাতিসংঘের সব সদস্য রাষ্ট্রের জন্য তা মানা বাধ্যতামূলক। অর্থাত্, এই আইন ইসরাইলের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, প্রযোজ্য জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক ফিলিস্তিনের ক্ষেত্রেও। তবে দুঃখজনক হলো, প্রস্তাব পাশের পর ইসরাইলের পররাষ্ট্রমন্ত্রী সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই প্রস্তাব তারা মানবেন না। গাজায় কোনোভাবেই যুদ্ধবিরতি দেওয়া হবে না। একই ভাষ্য ইসরাইলের শীর্ষ নীতিনির্ধারণী মহলের। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশের পরপরই গাজায় হামলা চালিয়ে এর জানানও দিয়েছে ইসরাইল। ফিলিস্তিনি কর্তৃপক্ষ ও হামাস অবশ্য যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবকে স্বাগত জানিয়েছে। যাহোক, যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে ভোটদানে বিরত থাকার কারণে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর স্বভাবতই ক্ষুব্ধ হয়েছে ইসরাইল। ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুর কার্যালয় যুক্তি দিয়ে বলেছে, এর ফলে হামাসের কাজ সহজ হয়ে উঠবে। তেল আবিবের দাবি, এর মধ্য দিয়ে ইসরাইলের ওপর যে আন্তর্জাতিক চাপ তৈরি হবে, তাতে করে হামাসের হাতে আটক ইসরাইলি জিম্মিদের মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হয়ে উঠবে।

জাতিসংঘে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ একদমই ফলদায়ক হবে না, তেমনও নয়। বলা যায়, এর ফলে গাজায় আটকে পড়া লাখ লাখ ফিলিস্তিনির জীবনে কিছুটা হলেও স্বস্তি নেমে আসবে। অবশ্য নিরাপত্তা পরিষদের হাতে যুদ্ধবিরতি আইন কার্যকর করার যথেষ্ট ক্ষমতা বা সুযোগ থাকলে পরিস্থিতি ভিন্নরকম হতেও পারত। যুদ্ধবিরতির প্রস্তাবে গুরুত্বসহকারে বলা হয়েছে, গাজা উপত্যকায় জরুরি ও প্রয়োজনীয় মৌলিক পরিষেবা এবং মানবিক সহায়তা নিশ্চিত করার জন্য অবিলম্বে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে ইসরাইলকে। যদিও ইসরাইলের তরফ থেকে এ বিষয়ে পর্যাপ্ত উদ্যোগ বা প্রচেষ্টা লক্ষ করা যায়নি এখনো অবধি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার, রেজল্যুশন মেনে চলতে ইসরাইলকে বাধ্য করার প্রশ্নে সামরিক পদক্ষেপ প্রায় অসম্ভব বটে, কিন্তু অন্য রাস্তাও খোলা আছে সেক্ষেত্রে!

জাতিসংঘের সদস্যরাষ্ট্রগুলো ইসরাইলের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিক পদক্ষেপ নিতে পারে। নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা, অস্ত্র বিক্রি বন্ধ করা কিংবা কূটনৈতিক মিশন ও সমর্থন প্রত্যাহার করার মতো কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসরাইলকে যুদ্ধবিরতির আইন মানতে বাধ্য করতে পারে। উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই রেজল্যুশনে কেবল ‘গাজা উপত্যকায়’ মানবিক সহায়তার প্রবাহ বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। এই পয়েন্টের ফায়দা লুটতে পারে ইসরাইল। কেননা, অবরুদ্ধ গাজাবাসী শুধু গাজা উপত্যকাতেই দুর্ভোগে নেই, বরং আরো কিছু এলাকায় তারা মানবেতর জীবন যাপন করছে। তাছাড়া বিভিন্ন সীমান্ত দিয়ে যেসব ত্রাণবাহী যানবাহন প্রবেশের পথে, তা-ও পড়তে পারে ইসরাইলি বাধার মুখে। আমরা দেখে আসছি, ত্রাণবাহী শত শত ট্রাক সীমান্তে আটকে দিচ্ছে ইসরাইলি সেনারা। ত্রাণের পাশাপাশি রাফাহ ও কেরেম শালোম সীমান্ত ক্রসিংয়ে আটকে আছে গাড়িভর্তি অক্সিজেন সিলিন্ডার, ভেন্টিলেটর, স্লিপিং ব্যাগ, খেজুর এবং মাতৃত্বের কিটের মতো উপকরণ। ইসরাইলি সেনারা এসব উপরকরণ সরবরাহে বিঘ্ন সৃষ্টি করা চালিয়ে যাবে নিঃসন্দেহে। রেজল্যুশনে এসব নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু উল্লেখ করা অত্যন্ত জরুরি ছিল। এই যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশের ফলে অন্তত একটা ক্ষেত্রে বেশ কাজ হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভোটদানে বিরত থাকার ফলে তেল আবিব ও ওয়াশিংটনের মধ্যে একধরনের তিক্ত সম্পর্ক লক্ষ করা যেতে পারে আগামী দিনগুলোতে। মধ্যপ্রাচ্যে ওয়াশিংটনের কূটনৈতিক সমর্থনের ক্ষেত্রে এটা এক অভূতপূর্ব পরিবর্তনও বটে। এর মধ্য দিয়ে ইসরাইলি সরকারের কাছে যুক্তরাষ্ট্রের এই স্পষ্ট বার্তা গেল যে, বাইডেন প্রশাসনের বারবার নিষেধ সত্ত্বেও গাজায় ইসরাইলের বিরতিহীন হামলার ফলে নেতানিয়াহু সরকার ওয়াশিংটনের রেড লাইনে পড়েছে। যাহোক, নিরাপত্তা পরিষদে প্রস্তাব পাশের পর সম্ভবত কাতার ও মিশরের নেতৃত্বে আলোচনার নতুন ক্ষেত্র তৈরির মধ্য দিয়ে আমরা নতুন কিছু দেখলেও দেখতে পারি!উল্লেখযোগ্য কোনো চুক্তিতে আসার জন্য উভয় পক্ষের ওপর বৃহত্তর চাপ সৃষ্টি হতে পারে আগামী দিনগুলোতে।

আরেকটা পয়েন্ট, হামাসের সবশেষ প্রস্তাবের মধ্যে রয়েছে—কার্যকর যুদ্ধবিরতি, গাজা থেকে ইসরাইলি বাহিনী প্রত্যাহার, জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের প্রত্যাবর্তন এবং ইসরাইলি জিম্মিদের বিনিময়ে ফিলিস্তিনি বন্দিদের মুক্তি প্রদানের মতো বিষয়। যেহেতু রেজল্যুশনে এসব নিয়ে স্পষ্ট করে কিছু বলা নেই, ফলে এক্ষেত্রে নতুন সমস্যা সৃষ্টি হলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না। কীভাবে? সহজ করে বলছি। হামাসের হাতে আটক থাকা ইসরাইলিদের বিনিময়ে ঠিক কত জন বন্দিকে ফেরত চাইবে হামাস, তা স্পষ্ট নয়। সমস্যা দেখা দিতে পারে মূলত এ নিয়েই। ২০১১ সালে ইসরাইল ও হামাসের মধ্যে বন্দিবিনিময়ের কথা মনে আছে নিশ্চয়ই? গিলাদ শালিত্ নামক এক ইসরাইলি সেনাকে মুক্তির বিনিময়ে ১ হাজারেরও বেশি ফিলিস্তিনি বন্দিকে ছাড়তে রাজি হয়েছিল তেল আবিব। গভীরভাবে লক্ষণীয়, ইসরাইল সাম্প্রতিক মাসগুলোতে ছোটখাটো অপরাধেই গাজা ও অধিকৃত পশ্চিম তীর থেকে হাজার হাজার ফিলিস্তিনিকে গ্রেপ্তার করছে। জানা যাচ্ছে, হামাস কমপক্ষে ১০০ ইসরাইলিকে জিম্মি করে রেখেছে। এই অবস্থায় আটক ইসরাইলিদের মুক্তির বিনিময়ে হামাস কত জন ফিলিস্তিনির মুক্তির শর্ত জুড়ে দেয়, সম্ভবত সে কারণেই এভাবে বিপুলসংখ্যক ধরপাকড় চালাচ্ছে ইসরাইলি সেনারা। যুদ্ধবিরতি গুরুত্বপূর্ণ, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে এক্ষেত্রে চুক্তির বিষয় ও শর্ত হতে হবে সুস্পষ্ট। যুদ্ধবিরতির পর আন্তর্জাতিক আইন লংঘনের ঘটনা যেন না ঘটে, সে বিষয়েও নজর দেওয়া দরকার। সত্যি বলতে, জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে যুদ্ধবিরতি প্রস্তাব পাশ হলেও এ নিয়ে তেমন কোনো দরকষাকষির সুযোগ থাকে না। যদিও এক্ষেত্রে অনেক কিছু করার সুযোগ থাকে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের হাতে। পরিশেষে বলতে হয়, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে গাজায় যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশ ‘মন্দের ভালো’। এর মধ্য দিয়ে সহিংসতা বন্ধে কার্যকর গ্রহণের পথের সন্ধান সহজতর হয়ে উঠবে। আরো অর্থবহ ও ব্যাবহারিক যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব পাশের সম্ভাবনা তৈরি হবে। অবশ্য পক্ষগুলো এই প্রচেষ্টা কতক্ষণ ধরে রাখবে, সেটাই আসল কথা!

প্রথম নজর

ঈদে কেনাকাটা নয়, গরিবদের পাশে থাকার ব্রত একদল যুবকের

সামিম আকতার ● রাজারহাট

আপনজন: সমাজের ঝামেলাহীন মানুষের সাথে এখনো কিছু মানুষ আছে যারা জীবন বলতে বোঝে শুধু নিজের জন্য বেঁচে থাকা নয় আর্তমানবতার সেবায় নিজেকে বিলিয়ে দেওয়া। তাঁরা দাঁড়িয়ে আছে মানবতার প্রশ্নে। তাঁরা নিজেদের অবস্থান থেকে সাধ্যমত এগিয়ে আসার চেষ্টা করছে। এমনই প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে রাজারহাটের একদল যুবকদের তৈরি একটি সামাজিক সংগঠন "গরিবের বন্ধু ফাউন্ডেশন" উল্লেখ্য ২০২০ সালে গুটিকয়েক যুবক মিলে সামাজিক কিছু কাজের মধ্যে দিয়ে পথ চলা শুরু করে তারা। করোনা মহামারীর থেকে শুরু করে অক্সিজেন পরিষেবা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিশু দিবসে শিশুদের হাতে শিক্ষা সামগ্রী ও খাদ্য সামগ্রী বিতরণ সহ বিভিন্ন সময়ে অসহায় দুস্থ পরিবারের সার্বিক সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় এই সংগঠন।

একইভাবে এদিন রাজারহাট সংলগ্ন খড়িবেড়িয়া মাজার শরীফ প্রাঙ্গণ মুসলিম দের সর্ববৃহৎ উৎসব ঈদুল ফিতরের প্রাক্কালে অসহায় দুস্থ পরিবারের হাতে ইফতার ও ঈদ সামগ্রী বিতরণ করে এবং পাশাপাশি রমজানের তাৎপর্য শীর্ষক আলোচনা ও সমাজের বিশিষ্টজনদের সমবর্ধনা দেওয়া হয়। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ সহ সংগঠনের সকল সদস্যরা।

সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক সাগর বিশ্বাস সহ এমডি তারিফ শরিফুল মুন্সি, জাহাঙ্গীর, শানু আলী,মোহাম্মদ মফিজুল, নূর হোসেন,শাহিদ,সাজ্জুল, ইউসুফ সহ অন্যান্যরা।

ভূপতিনগরের বিস্ফোরণে ৮ তৃণমূল নেতাকে তলব করল এনআইএ

সুব্রত রায় ● কলকাতা

আপনজন: ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনায় বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে নিউটাউনের এনআইএ অফিসে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠানো হয় বৃহস্পতিবার তারা বৃহস্পতিবার না এলে শুক্রবার ফের তাদেরকে নোটিশ পাঠিয়ে তলব করা হয়েছে। পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে ভয়াবহ বিস্ফোরণ কাণ্ডে তৃণমূলের আটজন নেতা-কর্মীকে তলব করল এনআইএ। ফের আগামীকাল শনিবার ওই আটজনকে এনআইএ-র দফতরে হাজির দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এনআইএ সূত্রের খবর, তৃণমূল নেতা নবকুমার পাণ্ডা, সুবীর মাইতি, মানব কুমার পড়ুয়া-সহ আটজনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে। তাঁদের শনিবার সকাল ১১টার মধ্যে কলকাতার এনআইএ দফতরে তলব করা হয়েছে।এদিকে লোকসভা নির্বাচনের মুখে তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করাতে এনআইএকে তালিকা তৈরি করে দিয়েছে বিজেপি এ রকমই অভিযোগ করেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কুণালের অভিযোগ, দুজন বিজেপি নেতা নিউটাউনে এন আই এর এস পি ডিআর সিং-এর বাসভবনে সম্প্রতি গোপন বৈঠকে নাকি মিলিত হন সেখানেই একাধিক তৃণমূল নেতার নামের তালিকা তুলে দেওয়া হয় এনআইয়ের হাতে। এই অভিযোগ কুনাল এন আই একে ট্যাগ করে আদৌ সত্যি নাকি সেই প্রশ্ন

Kunal Ghosh
@KunalGhoshAgain
Follow

Attn NIA officers

1) Whether it is a fact that 2 BJP leaders had two meetings with SP D R Sing at his new town resident, handed over list of @AITCofficial leaders and workers for immediate summon and arrest, or not. Some notices have already been issued. Tomorrow some more will be issued. These are fact or not.

2) whether a BJP leader met him at Nijam Palace office for same purpose or not.

3) Whether NIA is planning for a raid and arrest some @AITCofficial workers tomorrow according to list given by BJP or not.

করেন। কুণালের দাবি খুব শীঘ্রই বেশ কয়েকজন তৃণমূল নেতাকে গ্রেফতার করবে এনআইএ। ইডি সিবিআই এর পর এন আইকে ব্যবহার করে তৃণমূল কর্মীদের বিপদে ফেলার চেষ্টা করছে বিজেপি এই অভিযোগে স্বরব হন কুণাল ঘোষ। উদ্দেশ্য হলো, ভোট প্রচারে বাধা সৃষ্টি করা। একই সঙ্গে ঘোষ কৃষ্ণনগরের তৃণমূল প্রার্থী মহামন্ত্র কে গ্রেপ্তার করা হতে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন। এই প্রসঙ্গে বিজেপির উপপাদ্য শমিক ভট্টাচার্য বলেন, কুনাল ঘোষ তো একজন সাংবাদিক। নিশ্চয়ই তিনি বিভিন্ন জায়গায় খবরা খবর রাখেন। শনিবার তিনি এন আই এর তল্লাশি হবে বলেছেন। দেখা যাক কি হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে, ভূপতিনগরে বিস্ফোরণের ঘটনায় এনআইএ তদন্ত নেমে বেশ কয়েকজন তৃণমূল কর্মীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ডেকে পাঠায়। মোট আটজন তৃণমূল নেতা কর্মীকে নিউটাউনে এনআইএ অফিসে জিজ্ঞাসা বাদের জন্য বৃহস্পতিবার ডেকে পাঠানো হয়। তারা উপস্থিত না হলে শুক্রবার ফের ওই ৮ নেতা-কর্মীকে নোটিশ পাঠায় এনআইএ।

দেওয়াল লিখনে বার্তা...

হাওড়ার সাঁকরাইল থানার আন্দুলে স্টেশনের কাছে রাজনৈতিক দলের বিরুদ্ধে ভিন্নধর্মী এক দেওয়াল লিখন। ছবি: বাবু হক।

ইন্দাসে মহিলার সঙ্গে নেতার উদ্দাম নৃত্যের ভিডিও ভাইরাল

সঞ্জীব মল্লিক ● বাঁকুড়া

আপনজন: ইন্দাস ব্লকের মঙ্গলপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের জুতবিহার বুথের তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি মনোরঞ্জন নন্দীর একটি নাচের ভিডিও সামাজিক মাধ্যমে ভাইরাল হয়। যদিও সেই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি আপনজন। সেই ভিডিওতে দেখতে পাওয়া যায় তৃণমূল কংগ্রেসের ওই বুথ সভাপতি এক মহিলার হাত ধরে উদ্যম নৃত্য করছে। সূত্রের খবর ইন্দাস ব্লকের পঞ্চবটি সেবাশ্রম মেলার একটি সংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে এই চটুল ড্যান্সের আয়োজন করা হয় উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে । সেখানে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় হঠাৎ করেই স্থানীয় তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ সভাপতি মনোরঞ্জন নন্দী উঠে পড়েন স্টেজে সেখানে ওই মহিলার সাথে উত্তম নৃত্য করতে থাকে বুথ সভাপতি।

বুথ সভাপতির মহিলাদের নিয়ে নাচের ভিডিও ভাইরাল হতে সরব বিজেপি।

বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁ বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব কিছুর শালীনতা ছাড়িয়ে যায় সন্দেশখালিতে যেভাবে মা-বোনেদের অত্যাচার করেছে ইন্দাসের বুথ প্রেসিডেন্ট অশ্লীলভাবে নৃত্য করবে এটাই তো স্বাভাবিক। তৃণমূল কংগ্রেস দিশা হারিয়েছে। তারা জানে তাদের পয়সা থাকলে সব কিছু তারা ভোগ-বিলাসে পুরোপুরি পরিণত হয়ে গেছে তাই তারা গ্রামের মহিলাদের কেউ ছাড়ছে না ইন্দাসে যে ঘটনাটা ঘটেছে আমি ভিডিওতে দেখলাম অত্যন্ত লজ্জার। তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল এর উদ্দেশ্যে বলেন দয়া করে এই চটুল ডান্স টা দেখুন তারপর কিছু উত্তর দিন। আজকে যেটা ভিডিওতে দেখলাম তৃণমূল কংগ্রেসের নেতারা যেভাবে অশ্লীল ড্যান্স করছে সেটার উত্তর উনি দিতে পারবেন।

সমগ্র বিষয় নিয়ে তৃণমূল প্রার্থী সুজাতা মন্ডল বলেন সৌমিত্র খাঁ সারাক্ষণ সুজাতা নামক টেনশনের মধ্যে আবদ্ধ আছেন তাই তিনি কোন কিছুতেই সুজাতার আতঙ্কে ভুগছেন। তার জন্য যেটাতেই আমি জড়িত নয়, দেখুন কে কোথায় আনন্দ করবে মজা করবে নাচবে গাইবে সেটা তার একান্ত ব্যক্তিগত ব্যাপার সেটা নিয়ে দল কথা বলবে সেটা নিয়ে আমার কথা বলার কিছু নেই। সৌমিত্র খাঁকে কটাক্ষ করে বলেন এমন কারো কাছ থেকে মহিলা নিয়ে শুনব না বা বিচার করা শুনবো না যিনি মহিলাকে সারাক্ষণ ভোগ বিলাসের বস্তু বলে মনে করেন দেখবেন ওনার চরিত্রই হচ্ছে বারবার দল বদল করা এবার তিনি স্ত্রী বদল করেছেন। এছাড়া ওনার কাছে আমি কি শুনব।

বুথভিত্তিক সভায় জোর দিয়ে উঃমালদা কংগ্রেসের প্রচার শুরু

দেবাশীষ পাল ● মালদা

আপনজন: কংগ্রেসের তরফে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করলেও এখোন প্রচার শুরু হয়নি। ইতি মধ্যে দেখা গিয়েছে বিভিন্ন জায়গায় পাশাপাশি, শুক্রবার -উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কংগ্রেস নেতা মোস্তাক আলম,বামনগোলা ব্লকের জামতলা এলাকায় ভোটের প্রচার নিয়ে কর্মীদের সাথে নিয়ে বুথ ভিত্তিক আলোচনা সভা। প্রচার নিয়ে কিভাবে কর্মীরা কাজ করবে এবং কোথায় মিটিং মিছিল হবে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে এই বুথ কর্মী নিয়ে আলোচনা করা হয় । এদিন সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রার্থী মোস্তাক আলম বিজেপির বিরুদ্ধে একরাশ খুব উগরে দিয়ে বলেন আগামী এই নির্বাচনে বিজেপি সরকার তবে ক্ষমতার অপব্যবহার করে কংগ্রেসের রাহুল গান্ধী কে মানুষ তো করা হয়েছে এছাড়াও দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়ালকেও ভোটের মুখে হ্যাঁ হেনস্তার মুখে হচ্ছে। ভোট প্রচার নিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলম আরো বলেন বিজেপি ও তৃণমূলের অসৎ পয়সা আছে সেই পয়সাই ভোট প্রচার করছে বাম ও কংগ্রেসের অসৎ পয়সা নেই যে খরচ করবে তাই ভোট প্রচার সেভাবে না হলেও পতাকা কম থাকলেও মানুষ বোঝাবে।

ছড়িয়ে-ছিটিয়ে

অস্বাভাবিক মৃত্যু বৃদ্ধের, তদন্তে পুলিশ

মাফরুজা মোল্লা ● ক্যানিং

আপনজন: এক বৃদ্ধের অস্বাভাবিক মৃত্যু ঘিরে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে।মৃতের নাম প্রভাস চন্দ্র বিশ্বাস(৭৯)। ঘটনাটি ঘটেছে ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদি রাজাপুর উত্তর পাড়ায়।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি উদ্ধার করে ময়না তদন্তে পাঠিয়ে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।স্থানীয় সুত্রে জানা গিয়েছে,বৃদ্ধ প্রভাস বাড়িতে একাই থাকতেন।সম্ভবত শৌচালয়ে যাওয়ার সময় অসাবধান বশতঃ পুকুরে পড়ে যায়।জলে ডুবে মৃত্যু হয়।শুক্রবার দুপুরে ওই বৃদ্ধকে পাড়ার লোকজন পুকুরের জলে ভাসতে দেখে।তারা তড়িঘড়ি বৃদ্ধকে উদ্ধার করে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষনা করে।ক্যানিং থানার পুলিশ মৃতদেহটি ময়না তদন্তে পাঠিয়েছে।

'আপনজন'-এর খবরে সিলমোহর, ভগবানগোলায় তৃণমূল প্রার্থী রিয়াত

ভগবানগোলা উপনির্বাচনে প্রার্থী কারা, তা নিয়ে জোর জল্পনা

ভগবানগোলা BHAGWANGOLA

সারিউল ইসলাম ● মুর্শিদাবাদ

আপনজন: গত ১৬ই ফেব্রুয়ারি প্রয়াত হন বর্ষীয়ান তৃণমূল নেতা তথা ভগবানগোলার বিধায়ক ইদ্রিস আলী। ভগবানগোলা বিধানসভা আসনটি খালি হয়। গত ১৬ই মার্চ নির্বাচন কমিশন লোকসভা নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে। তৃতীয় দফায় ৭ই মে মুর্শিদাবাদ লোকসভা কেন্দ্রে সাধারণ লোকসভা নির্বাচনের পাশাপাশি ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করে নির্বাচন কমিশন। দু-দিন আগে বিজেপি ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনের প্রার্থী হিসেবে ভাস্কর সরকারের নাম ঘোষণা করে। কংগ্রেসের সমর্থনে বামেরা মুর্শিদাবাদ লোকসভায় প্রার্থী করেছে সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহাম্মদ সেলিমকে। সূত্রের খবর অনুযায়ী, ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে জোটের সমর্থনে প্রার্থী দিতে পারে কংগ্রেস। তবে ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে বামদের সঙ্গে কংগ্রেসের জোট হবে কিনা, তা সময়ের অপেক্ষা।

অন্যদিকে শুক্রবার সন্ধ্যায় তৃণমূল কংগ্রেস উপ-নির্বাচনের প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করে।

ভগবানগোলা এবং বরানগর দুটি কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে তৃণমূল। বরানগরে অভিনেত্রী সায়ন্তিকা ব্যানার্জি এবং ভগবানগোলা বিধানসভার উপনির্বাচনে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ তথা ভগবানগোলা ১ ব্লক তৃণমূল সভাপতি রিয়াত হোসেন সরকারের নাম ঘোষণা করে তৃণমূল কংগ্রেস।

গত ১৭ই মার্চ দৈনিক আপনজন পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে উল্লেখ করা হয় 'ব্লক সভাপতি তথা জেলা পরিষদের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ রিয়াত হোসেন সরকার প্রার্থী হওয়ার দৌড়ে রয়েছেন।'

আপনজন পত্রিকার সেই খবরে সীলমোহর দিলো তৃণমূল কংগ্রেস। তৃণমূলের প্রার্থী হতেই রিয়াত হোসেন সরকারের হাত ধরে প্রায় আড়াইশো ছাত্র-যুব শুক্রবার সন্ধ্যায় ব্লক কার্যালয়ে ভগবানগোলা এক ও দুই ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাসান আলী ও মোস্তফা শেখের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেসে যোগদান করে। প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণার পরে সন্ধ্যায় ভগবানগোলা বাজার এলাকায় অনুগামীদের নিয়ে প্রচারে বেরিয়ে পড়েন প্রার্থী রিয়াত হোসেন সরকার।

সাইবার প্রতারণায় উদ্ধার হওয়া সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা ফেরাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদক ● কলকাতা

আপনজন: সাইবার প্রতারণা মামলার অভিযোগ ভিত্তিতে উদ্ধার হওয়া প্রায় সাড়ে তেরো লক্ষ টাকা ফেরালো নাগেরবাজার থানার পুলিশ। অভিযোগ কাউকে ব্যাংক আধিকারিক বলে কাউকে বিভিন্ন জায়গায় টাকা ইনভেস্ট করার নামে এই প্রতারণা চালানো হয়েছিল। এমনকি ভুল ট্রানজেকশন ক্ষেত্রেও টাকা খোয়া গেছিল।

এই সমস্ত বিষয়ে অভিযোগের তদন্তে নেমে প্রায় সাড়ে ১৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছিল নাগেরবাজার থানার পুলিশ। যারা এই টাকা খুইয়েছিলেন তাদের নাগেরবাজার থানায় ডেকে এনে এই টাকা ফিরিয়ে দেওয়া হয় । এই টাকা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় উপস্থিত ছিলেন ব্যারাকপুর ডিসি সাউথ অনুপম সিং, এসিপি টুটুল বিশ্বাস , এসিপি ট্রাফিক সৌম্য নন্দ সরকার, নাগেরবাজার থানার ওসি তরুণ দেবনাথ সহ থানার আধিকারিকরা। এই দিন ৬ জন সাধারণ মানুষকে যাদের মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল বা চুরি হয়ে গেছিল তাদের মোবাইল ফিরিয়ে দেওয়া হয়। আর উদ্ধারের হওয়া টাকা ও মোবাইল পেয়ে খুশি সাধারণ মানুষ। এদিকে বীরভূমে শুক্রবার মা ও শিশুর রক্তাক্ত মৃতদেহ উদ্ধার ঘিরে চাঞ্চল্য ছড়ালো মল্লারপুর থানার কানাচি গ্রামের আদিবাসি পাড়ায়। শুক্রবার সকালে বাড়িতেই প্রতিবেশীরা দেখতে পায় রক্তাক্ত অবস্থায় পড়ে আছে মা ও শিশু। তারপর প্রতিবেশীরা খবর দেয় মল্লারপুর থানার পুলিশকে। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে মৃতদেহ উদ্ধার করে রামপুরহাট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পাঠায় ময়না তদন্তের জন্য। প্রতিবেশীদের অনুমান মা ও শিশু পুত্রকে খুন করা হয়েছে। কি কারণে এই খুন সেটি এখনো স্পষ্ট না। তবে এই ঘটনার তদন্তে নেমেছে মল্লারপুর থানার পুলিশ। তবে এই ঘটনাকে ঘিরে উত্তেজনা রয়েছে এলাকায়।

কাঁকরতলায় বন্ধু খুনে ধৃত দুই বন্ধু

সেখ রিয়াজুদ্দিন ● বীরভূম

আপনজন: ভোট আসতে না আসতেই খুনের ঘটনা ঘটে চলছে।কাঁকরতলা থানা এলাকার মধ্যে মাস কয়েক ব্যবধানে ফের খুনের ঘটনায় এলাকায় চাঞ্চল্য।জানা যায় যে, বুধবার কাঁকড়তলা থানার আড়ং গ্রামে রাত্রি নাগাদ ছাদের উপরে তিন বন্ধু মিলে মদের আসরে বসে। অন্যদিকে গ্রামে তখন চলছে হরিনাম সংকীর্তন।মদের আসর থেকেই এক বন্ধু নাইন এম এম পিস্তল থেকে গুলি চালিয়ে খুন করে অপর এক বন্ধুকে। বন্ধুরাই আবার খবর দেয় কাঁকরতলা থানায়।পুলিশ জখম অবস্থায় এক বন্ধুকে উদ্ধার করে নাকড়াকোন্দা ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখান শারীরিক অবস্থার অবনতি ঘটায় সিউড়ি সদর হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়।সেখানে কর্তব্যরত চিকিৎসক পরীক্ষা করার পর মৃত বলে ঘোষণা করেন। ঘটনায় জড়িত বাকি দুই বন্ধুকে গ্রেপ্তার করে কাঁকরতলা থানার পুলিশ। ২৯ মার্চ শুক্রবার ধৃতদের দুবরাজপুর আদালতে তোলা হলে বিচারক পাঁচ দিনের পুলিশি হেফাজতের নির্দেশ দেন।ঘটনার বিবরণে জানা যায়, সেদিন বন্ধুর ছোড়া গুলিতে বিদ্ধ হয়ে ২৪ বছরের যুবক পতিত মন্ডলের মৃত্যু হয়। সেই ঘটনার জেরে মদের আসরে বসা মৃতের অপর দুই বন্ধু প্রসেনজিৎ বাউরি ও ভোলানাথ মণ্ডলকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। এলাকায় গুঞ্জন এই সমস্ত যুবকদের হাতে আগ্নেয়াস্ত্র কোথা থেকে এবং কিভাবে এলো।আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে অন্য কোনোও উদ্দেশ্য ছিলকিনা তাও খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে ৩০০০ টাকার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিধি ভঙ্গের দায়ে বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদক ● মালদা

আপনজন: তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের হাজার টাকা করায় তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে এবার প্রচারে নেমে পড়ল বিজেপি। উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মুর দেওয়অল লিখনে এবার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হল, বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে তিন হাজার টাকা দেওয়া হবে। সেই দেওয়াল লিখনকে সামনে রেখে আদর্শ নির্বাচনী আচরণ বিধি ভঙ্গের অভিযোগ তুললেন মালদা জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র আশীষ কুণ্ডু নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন, আশীষ কুণ্ডু এক ইমেইল বার্তায় নির্বাচন কমিশনকে পুরনো মালদা পুরসভার ১৪ নম্বর ওয়ার্ডের অন্তর্গত ঘোষপাড়ায় বিজেপির দেওয়অল লিখনের চিত্র তুলে ধরে অভিযোগ করেছেন, উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘন করেছেন।

এ বিষয়ে টেলিফোনে আশীষ কুণ্ডু 'আপনজন'কে জানান, নির্বাচনের আচরণ বিধি লাগু হওয়ার পরও বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলেছেন। তাই নির্বাচনী আচরণ বিধি লঙ্ঘনের দায়ে তার প্রার্থী পদ খারিজ করার দাবি জানানো হয়েছে নির্বাচন কমিশনের কাছে।

জখম কর্মীর পাশে তৃণমূল পর্যবেক্ষক

বাইজিদ মণ্ডল ● ডায়মন্ড হারবার

আপনজন: সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক এর গড়ে ডায়মন্ড হারবার লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার ১ নম্বর ব্লকে মশাট এলাকায় রাজনৈতিক ঝামেলায় বিজেপি কর্মীর হাতে আক্রান্ত হয় এক তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী। হঠাৎ পিছন থেকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে চড়াও হয়ে এলোপাথাড়ি আঘাত করা হয়। স্থানীয়রা গুরুতর জখম অবস্থায় তড়িঘড়ি করে ডায়মন্ড হারবার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যায়। এখন সেখানে চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছে। রাতে আক্রান্ত তৃণমূলের দলীয় কর্মীকে দেখতে হাসপাতালে আসেন ডায়মন্ড হারবার বিধানসভার পর্যবেক্ষক সামীম আহমেদ। তিনি ওই জখম কর্মীর পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি বলেন, তার চিকিৎসার যাবতীয় দেখভাল করবে দল।

ইফতার মজলিশে কাকলি দস্তিদারের সম্প্রীতির বার্তা

মনিরুজ্জামান ● বারাসত

আপনজন:শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার দেগঙ্গা ব্লকের হাদিপুর ঝিকরা ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূল কংগ্রেস সংখ্যালঘু সেলের ব্যবস্থাপনায় স্থানীয় হাজী পেট্রোল পাম্পের সামনে এক দাওয়াত এ ইফতার ও আলোচনায় উপস্থিত হয়েছিলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। এই ইফতার মজলিসে ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার সকলের কাছে দোয়া প্রার্থনা করেন। তিনি সম্প্রীতির বার্তা দেন।তিনি বলেন, ভাইয়ে ভাইয়ের মধ্যে যেন কোনও রকম বিভেদ সৃষ্টি না হয়। আমাদের সবাইকে দেখতে হবে সকল ধর্মের মানুষ যাতে আমরা শান্তিতে থাকতে পারি।বাংলা হল সম্প্রীতির পীঠস্থান।এই দাওয়াত এ ইফতার মজলিশে উপস্থিত ছিলেন দেগঙ্গার বিধায়ক রহিমা মন্ডল,উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের ক্ষুদ্র শিল্প,বিদ্যুৎ ও অচিরাচরিত শক্তি স্থায়ী সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মফিদুল হক সাহাজি,রেজাউল আলী, কামালউদ্দিন,আসাদুল হক সানি,আসিফ ইসলাম,সম্পা কাহার,ইয়াদুল ইসলাম, ইয়াচিন গাজী,কেশব পাল সহ আরও অনেকে।প্রায় এক হাজার জন এই ইফতার মজলিশে অংশগ্রহণ করেন।

রামকৃষ্ণ মঠের নতুন অধ্যক্ষ

আপনজন ডেস্ক: রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের অন্তর্বর্তী অধ্যক্ষ হিসেবে নির্বাচিত হলেন স্বামী গৌতমানন্দজি মহারাজ। তিনি রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের ভাইস প্রেসিডেন্ট। শুক্রবার থেকেই তাঁর হাতে অন্তর্বর্তী অধ্যক্ষের দায়িত্ব তুলে দেওয়া হয়। বেলুড় মঠ সূত্রের খবর, আগামী এক মাসের মধ্যে নতুন অধ্যক্ষ নির্বাচন প্রক্রিয়া সম্পন্ন হবে।

আলোনসো নিজেই জানিয়ে দিলেন– লিভারপুলে যাচ্ছেন না, থাকছেন লেভারকুসেনেই

আপনজন ডেস্ক: লিভারপুলের জাবি আলোনসোকে কোচ হিসেবে পাওয়ার আশা ছেড়ে দেওয়ার কথা আগেই জানিয়েছিল ব্রিটিশ সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। সকালে গার্ডিয়ানের এ খবর চাউর হওয়ার ঘণ্টা কয়েক পর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন আলোনসো নিজেই। জানিয়েছেন, আগামী মৌসুমে লেভারকুসেনের কোচ হিসেবেই থেকে যাচ্ছেন তিনি।

লেভারকুসেন–হফেনহেইম ম্যাচ সামনে রেখে সংবাদ সম্মেলনে নিজের ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন স্প্যানিশ এ কোচ।

চলতি মৌসুমে অবিশ্বাস্য ছন্দে আছে আলোনসোর লেভারকুসেন। সব ধরনের প্রতিযোগিতা মিলিয়ে মৌসুমে এখন পর্যন্ত একমাত্র অপরাজিত দলও তারা। ৩৮ ম্যাচে অপরাজিত থাকার পথে জার্মান রেকর্ড ভাঙা দলটি এখন লিগ শিরোপা জয়ের অনেক কাছে পৌঁছে গেছে। আলোনসোর হাত ধরে ইউরোপা লিগের শেষ আটও নিশ্চিত করেছে লেভারকুসেন।

এমন দলের কোচকে নিয়ে পরাশক্তি ক্লাবড়ুলোর আগ্রহ তৈরি হওয়াই স্বাভাবিক। সেটা হয়েছেও। মৌসুম শেষেই ইউরোপের একাধিক শীর্ষ ক্লাবে কোচের পদ খালি হচ্ছে। লিভারপুল ছাড়ার ঘোষণা দিয়েছেন ইয়ুর্গেন ক্লপ, ব্যর্থতার দায় নিয়ে বার্সেলোনা ছাড়বেন জাভি হার্নান্দেজ আর মৌসুম শেষে বিদায় নেবেন বায়ার্ন মিউনিখ কোচ টমাস টুখেলও।

দুইয়ে দুইয়ে চার মিলিয়ে এই ক্লাবগুলোতে আলোনসোর যাওয়া নিয়ে বেশ কিছু খবরও সামনে এসেছে।

এই তিন দলের মধ্যে অবশ্য আলোনসোর সাবেক দুই ক্লাব লিভারপুল ও বায়ার্নের সম্ভাবনাই বেশি দেখা হচ্ছিল। এ দুই দলের মধ্যে আবার এগিয়ে ছিল লিভারপুলই। তবে মৌসুম শেষে দলবদল করে কোথাও না যাওয়ার সিদ্ধান্তটা জানিয়ে দিলেন আলোনসো।

সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেছেন, ‘গত সপ্তাহে আমি ক্লাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে দেখা করেছি এবং লেভারকুসেনের দায়িত্ব পালন করে যাওয়ার কথাটা আমি তাদের জানিয়ে দিয়েছি। আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনেক কথা হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আমি এই বিরতিকালে নিজের সিদ্ধান্তের ব্যাপারে ভেবেছি। আমার মনে হয়েছে তরুণ কোচ হিসেবে এটাই আমার জন্য সঠিক জায়গা। বায়ারে (লেভারকুসেন) আমার কাজ শেষ হয়নি। আমি ক্লাবকে সাহায্য করতে চাই, খেলোয়াড়দের বিকশিত হতে সাহায্য করতে চাই। ক্লাবের বোর্ড অসাধারণ। এখানে সবকিছুই দুর্দান্ত।’

নিজের সিদ্ধান্ত নিয়ে আলোনসো আরও বলেছেন, ‘সব বিকল্প আমার সামনে ছিল। আমি আমার সিদ্ধান্ত নিয়ে অনেক ভেবেছি। আর একবার সিদ্ধান্ত গ্রহণের পর সবার সঙ্গে ভাগাভাগি করা জরুরি মনে করেছি। আমি দলীয় আলোচনায় খেলোয়াড়দের জানিয়েছি।’

২৫০ কোটি টাকায় ‘স্পেসশিপ’ কিনলেন রোনালদো

আপনজন ডেস্ক: ক্রিস্টিয়ানো রোনালদোর গাড়ি প্রীতির কথা কে না জানে। পর্তুগিজ সুপারস্টারের গ্যারেজ ভর্তি কোটি কোটি টাকার সুপার কার। চলাচলের জন্য রয়েছে ব্যক্তিগত বিমানও। অবকাশ যাপনে ব্যবহার করেন বিলাসবহুল প্রমোদতরী। ক্রীড়া গণমাধ্যম গোলডটকম জানিয়েছে, এবার স্পেসশিপ কিনলেন রোনালদো! মহাকাশ যানের ইংরেজি সমার্থক স্পেসশিপ। কোটি কোটি টাকার মালিক ক্রিস্টিয়ানো রোনালদো মহাকাশ যাত্রার জন্য ব্যক্তিগত যানের ব্যবস্থা করতেই পারেন। তবে যে স্পেসশিপটি রোনালদো কিনেছেন, সেটি বিশ্ববিখ্যাত ইতালিয়ান গাড়ি প্রস্তুতকারক প্রতিষ্ঠান ফেরারির ডেটোনা এসপিত ব্র্যান্ডের গাড়ি। ৮৪০ হর্সপাওয়ার এবং ৬৯৭ এনএম টর্ক সম্পন্ন সুপারকারটিকে স্পেসশিপের সঙ্গে তুলনা করেছে লিসবনভিত্তিক গাড়ির প্রতিষ্ঠান ‘লিসবন কারস’। প্রতিষ্ঠানটি রোনালদোর নতুন গাড়ির ভিডিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করে লিখেছে, ‘সিআরসেভেনের একদম নতুন স্পেসশিপ।’ মহাকাশ যানের সঙ্গে তুলনার কারণও রয়েছে। ফেরারি ডেটোনা এসপিত গাড়িটি ঘণ্টায় সর্বোচ্চ ৩৪০ কিলোমিটার বেগে ছুটতে পারে। ঘণ্টায় ১০০ কিলোমিটার গতি তুলতে ডেটোনা এসপিত-এর প্রয়োজন মাত্র ০.৮৫ সেকেন্ড। ক্রীড়া গণমাধ্যম গোলডটকমের প্রতিবেদনে বলা হয়, বিলাসবহুল নতুন গাড়িটি কিনতে ক্রিস্টিয়ানোর খরচ হয়েছে ১৮ মিলিয়ন পাউন্ড। ভারতীয় মুদ্রায় যা ২৪৯ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকারও বেশি (প্রায় ২৫০ কোটি টাকা)। রোনালদোর সংগ্রহে থাকা গাড়িগুলোর মধ্যে রয়েছে- রোলস-রয়েস কুলিনান, যার বাজারমূল্য ৩ লাখ ৯১ হাজার ৭৫০ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যা ৪ কোটি ৩০ লাখ টাকার সমান। রয়েছে বিশ্ববিখ্যাত ব্র্যান্ড ফেরারির এফ১২ টিডিএফ ব্র্যান্ডের গাড়ি, যার বাজারমূল্য ৯ লাখ ৮৫ হাজার ৭৬৭ ডলার বা ১০ কোটি ৮০ লক্ষ টাকা। রয়েছে ল্যাম্বরগিনি অ্যাভেন্টেডর, নিজের ২৭তম জন্মদিনে এটি কিনেছিলেন রোনালদো। যার দাম ৫ লাখ ৫০ হাজার ৫৪২ ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় ৬ কোটি ১৫ লাখ টাকারও বেশি। এছাড়াও বুগাটি চেন্তোদিয়েসি (৮.৮ মিলিয়ন ডলার বা প্রায় ৯৭ কোটি টাকা), পোরশা ৯১১ টার্বো এস (২ লাখ ৪৪ হাজার ৮৫০ ডলার বা ২ কোটি ৬৮ লাখ টাকা), ফেরারি এফ৪৩০-এর (১ লাখ ৮৬ হাজার ডলার বা ২ কোটি ৫ লাখ টাকা) মতো আরো অনেক দামি ব্র্যান্ডের গাড়ি রয়েছে রোনালদোর গ্যারেজে। আল নাসর তারকার যাতায়াতের জন্য রয়েছে ব্যক্তিগত বিমানও। গাল্ফস্ট্রিম কোম্পানির সেই প্রাইভেট জেটটির দাম ৭৩ মিলিয়ন ডলার। ভারতীয় মুদ্রায় যার বাজারদর প্রায় ৮০০ কোটি টাকা। ২০২০ সালে সমুদ্র ভ্রমণের জন্য ৫.৫ মিলিয়ন পাউন্ড বা ৭৫ কোটি টাকা দিয়ে একটি ইয়ট কিনেন ক্রিস্টিয়ানো।

সর্বোচ্চ উইকেটশিকারির স্মারক বেগুনি টুপি পেয়ে উচ্ছ্বসিত মোস্তাফিজুর

আপনজন ডেস্ক: টুর্নামেন্ট শুরুর আগে চেন্নাই সুপার কিংসের একাদশে মোস্তাফিজুর রহমানের জায়গা নিশ্চিত ছিল বলা যাবে না। প্রথম ম্যাচে সুযোগ পেয়েছিলেন মাতিশা পাতিরানার চোটের কল্যাণে।

সেই মোস্তাফিজই রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু–কলকাতা নাইট রাইডার্স ম্যাচের আগ পর্যন্ত টুর্নামেন্টের সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি। যদিও ম্যাচ খেলেছেন এখন পর্যন্ত দুটি। সেই দুই ম্যাচে ৬ উইকেট নিয়ে পার্পল ক্যাপ বা বেগুনি টুপির মালিক এখন বাংলাদেশের এই পেসার। ইনস্টাগ্রামে বেগুন টুপি মাথায় নিয়ে খেলার অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তিনি।

ইনস্টাগ্রামে মোস্তাফিজ বলেছেন, ‘পার্পল ক্যাপ নিয়ে খেলতে পারার অনুভূতি দুর্দান্ত। আমি আমার সতীর্থ ও সমর্থকদের জন্য অভিভূত। এটা বিশেষ একটা অনুভূতি, যা ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। নিশ্চিতভাবেই এটাকে অনেক দিন লালন করব। সবার সমর্থন আর ভালোবাসার জন্য ধন্যবাদ। চিরজীবন কৃতজ্ঞ থাকব।’

চেন্নাই সুপার কিংসের হয়ে এবারই প্রথম খেলছেন বাংলাদেশের এই পেসার। নতুন দলের হয়ে অভিষেকেই ৪ ওভারে ২৯ রান দিয়ে নিয়েছেন ৪ উইকেট, যা আইপিএলে তাঁর ক্যারিয়ারসেরা। এর পরের ম্যাচেই নেন ২ উইকেট। সেই ম্যাচে গুজরাট টাইটানসের বিপক্ষে শুরুর দুই ওভারে মোস্তাফিজ ২৩ রান দিয়ে ছিলেন উইকেটশূন্য।

তবে ‘ডেথ ওভারে’ নিজের শেষ স্পেল করতে এসে দারুভাবে ঘুরে দাঁড়ান মোস্তাফিজ। বাংলাদেশের বাঁহাতি পেসার এই ২ ওভারে মাত্র ৭ রান দিয়ে ফিরিয়েছিলেন গুজরাট টাইটানসের দুই হার্ড হিটার রশিদ খান আর রাহুল তেওয়াতিয়াকে।

টুর্নামেন্টের শুরু থেকে যাঁর উইকেট সর্বোচ্চ থাকে, পার্পল ক্যাপ তাঁকেই দেওয়া হয়। টুর্নামেন্ট সবেমাত্র শুরু হয়েছে। টুর্নামেন্ট শেষে মোস্তাফিজ সর্বোচ্চ উইকেটশিকারি থাকতে পারবেন কি না, সেটা সময়ই বলবে। তবে পার্পল ক্যাপ বা বেগুনি টুপি ধরে রাখতে হলে বেশির ভাগ ম্যাচেই খেলতে হবে মোস্তাফিজকে। চেন্নাইয়ে এমন সুযোগ পেতে পারফর্ম করতে হবে তাঁকে। প্রথম দুই ম্যাচে সেটা তিনি করেছেন। সামনে পারবেন তো!

স্টার্ককে সবচেয়ে বেশি চাপে ফেলবে তাঁর দাম: ক্লার্ক

আপনজন ডেস্ক: ‘প্রাইস ট্যাগ’ বা দামের কারণে মিচেল স্টার্ক আইপিএলে অনেক চাপে থাকবেন বলে মনে করেন সাবেক অস্ট্রেলিয়া অধিনায়ক মাইকেল ক্লার্ক।

আইপিএলে এবার স্টার্ক খেলছেন লিগটির ইতিহাসে সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হিসেবে।

মাঝখানে ৮ বছর আইপিএলের বাইরে থাকা স্টার্ককে সর্বশেষ নিলামে রেকর্ড ২৪ কোটি ৭৫ লাখ রুপিতে কেনে কলকাতা নাইট রাইডার্স। প্রথম ম্যাচে নেমে স্টার্কের পারফরম্যান্স অবশ্য তেমন একটা সুবিধার ছিল না।

সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে ৪ ওভারে স্টার্ক দেন ৫৩ রান, টি-টোয়েন্টি ক্যারিয়ারে এক ইনিংসে এর চেয়ে বেশি রান এ বাঁহাতি ফাস্ট বোলার খরচ করেছেন মাত্র একবার।

অবশ্য ১ ম্যাচ দিয়েই স্টার্কের পারফরম্যান্স বিচার করতে যাওয়াটা ন্যায্য হবে না মোটেও। কিন্তু স্টার্কের যেকোনো পাফরম্যান্সেই তাঁর ওই ‘প্রাইস ট্যাগ’ থাকবে আলোচনায়। সব মিলিয়ে আইপিএলে কোন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার সবচেয়ে বেশি চাপে থাকবেন, ইএসপিএনের ‘অ্যারাউন্ড দ্য উইকেট শো’-তে এমন এক প্রশ্নের জবাবে ক্লার্ক বলেন, ‘আমার মনে হয়, সব বিদেশিই চাপে থাকবে, সব টুর্নামেন্টেই তা-ই হয়। তবে (এ ক্ষেত্রে) হয়তো মিচেল স্টার্ক। অনেক দিন আইপিএল খেলেনি।’

কেন স্টার্কের কথা বলছেন, ক্লার্ক সেটি ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে, ‘তার দামই হয়তো তাকে সবচেয়ে বেশি চাপে ফেলবে। যখন কেউ দলের সবচেয়ে বেশি টাকা পায়, তখন বিশাল প্রত্যাশা থাকে। আমি হয়তো তাই স্টার্কির নামই বলব।’

ক্লার্ক বলেছেন, আইপিএলের মতো লিগে বিদেশিদের কাজ বরাবরই কঠিন, ‘এটা যে শুধু টাকার পরিমাণ, তা নয়। বিদেশি ক্রিকেটার মানেই জানার কথা যে প্রত্যাশা থাকবে। আইপিএলে মাত্র ৪ জন বিদেশি খেলে (একাদশে)। এর ফলে পারফর্ম করার চাপ সব সময়ই থাকে। না করলে অন্য কেউ জায়গা নিয়ে নেবে। আর সর্বোচ্চ পারিশ্রমিকের খেলোয়াড় হলে তো প্রত্যাশা আরও বেশি–আপনি সামনে থেকে নেতৃত্ব দেবেন। দৃষ্টান্ত স্থাপন করবেন।’

স্টার্ক বোলিংয়ে উজ্জ্বল না থাকলেও হাই-স্কোরিং ম্যাচটিতে কলকাতা জেতে ৪ রানে। ক্লার্কের মতে, টাকার পরিমাণের বাইরেও স্টার্কের পারফর্ম করার আলাদা একটা চাপ আছে, ‘শুধুই সংখ্যার ব্যাপার হয়তো নয়। টাকার পরিমাণ নিয়ে সংবাদমাধ্যমে কথা হবে। কিন্তু আমার মনে হয়, স্টার্কি নিজেও জানে–সে তিন সংস্করণেই অস্ট্রেলিয়ার ওপেনিং বোলার, অনেক সাফল্য পেয়েছে, তার পারফর্ম করতে হবে। কলকাতার তাকে দরকার, এবং সে-ই তাদের সেরা বোলার।’

স্টার্ক যে দিন আইপিএলের ইতিহাসের সবচেয়ে দামি খেলোয়াড় হন, ঘণ্টা দুয়েক আগেই সে রেকর্ড গড়েছিলেন প্যাট কামিন্স। স্টার্ক রেকর্ড গড়ার আগে অস্ট্রেলিয়ান অধিনায়ক কামিন্সকে হায়দরাবাদ কেনে আইপিএলের নিলামের ইতিহাসে তখনকার সর্বোচ্চ ২০ কোটি ৫০ লাখ রুপিতে। কামিন্সকে এবার অধিনায়কত্বও দিয়েছে হায়দরাবাদ।

অস্ট্রেলিয়ার আরেক সাবেক অধিনায়ক অ্যারন ফিঞ্চের মতে, এ রকম পারিশ্রমিক পাওয়া খেলার ওপরও প্রভাব ফেলতে পারে। ইএসপিএনের ওই শোতে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি বলেন, ‘শুধু সংখ্যা নয়, আপনি নিজের ওপর যে প্রত্যাশা তৈরি করেছেন। আপনি আর সবার মতোই পারফর্ম করতে চাইবেন। মাঝেমধ্যে মনে হবে, (যে টাকা পাচ্ছি সেটির) যথার্থতা প্রমাণ করি।’

তা করতে গিয়ে বিপত্তিও বাধে, ফিঞ্চ সতর্ক করেছেন সে ব্যাপারে, ‘তখন নিজের পরিকল্পনা থেকে দূরে সরে যাবেন মাঝেমধ্যে। আমার সঙ্গেও এমন হয়েছে। এমনভাবে খেলার চেষ্টা করেছি, যেটি ঠিক আমার স্টাইলের সঙ্গে শতভাগ মেলে না।’

স্টার্ক তেমন কিছু করেন কি না, সেটি অবশ্য বলার সময় এখনই আসেনি। তবে আজই আবার মাঠে নামতে দেখা যাবে তাঁকে। বাংলাদেশ সময় রাত ৮টায় এম চিন্নাস্বামী স্টেডিয়ামে বিরাট কোহলিদের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মুখোমুখি হবে স্টার্কদের কলকাতা।

ক্ষুব্ধ দিল্লি কোচ পন্টিং, কীভাবে পাঁচ বিদেশি খেলায় রাজস্থান। সংবাদ সম্মেলনে কোচ রিকি পন্টিং

আবেশের শেষ ওভারের ‘চমক’ হারিয়ে দিল লখনউকে

আপনজন ডেস্ক: শেষ ওভারে রাজস্থান রয়্যালস অধিনায়ক সঞ্জু স্যামসনের হাতে ছিল পাঁচজন বোলার–তিন পেসার ট্রেন্ট বোল্ট, নান্দ্রে বার্গার, আবেশ খানের সঙ্গে দুই স্পিনার রবিচন্দ্রন অশ্বিন ও যুজবেন্দ্র চাহাল। প্রত্যেকেরই বাকি ছিল ১টি করে ওভার। দিল্লি ক্যাপিটালসের জয়ের জন্য দরকার ছিল ১৭ রান। জয়পুরের ম্যাচটিতে স্যামসন ভরসা রাখলেন আবেশের ওপরই, লক্ষ্ণৌ সুপারজায়ান্টসের বিপক্ষে আগের ম্যাচেও যেমন রেখেছিলেন।

আবেশ হতাশ করেননি তাঁর অধিনায়ককে। শেষ ওভারের আগে দুই অপরাজিত ব্যাটসম্যানের স্কোর ছিল এমন–ত্রিস্তান স্টাবস ২১ বলে ৪২, অক্ষর প্যাটেল ৯ বলে ১৩ রান। আবেশের করা শেষ ওভারে দুজন তুলতে পারেন মাত্র ৪ রান। আবেশ ৬টি বলই করেছেন ফুল লেংথে। মারলে সেখান থেকেই তুলে মারতে হবে–যেন এমন বার্তাই দিয়েছেন ব্যাটসম্যানদের।

স্টাবস বা অক্ষর আবেশকে মারতে পারেননি। আগের ম্যাচে লক্ষ্ণৌয়ের নিকোলাস পুরান বা ক্রুনাল পান্ডিয়াও যেমন মারতে পারেননি। রাজস্থানের জেতা দুটি ম্যাচেই শেষ ওভার করেছেন আবেশ, একটিতেও বাউন্ডারি দেননি কোনো। অবশ্য ২ ম্যাচেই আবেশের হাতে ছিল বেশ কিছু রান, প্রথম ম্যাচে তো সম্বল ছিল ২৬। তবে শেষ ওভারে তিনি যে স্যামসনের ভরসা হয়ে উঠেছেন, তা বলাই যায়।

গতকাল ৬টি বলই ফুল লেংথে করার পর আবেশ তাঁর পরিকল্পনা নিয়ে বলেছেন, ‘আমার পরিকল্পনা সব সময়ই পরিষ্কার ছিল। একদিকে বাউন্ডারি বড় ছিল, ফলে ওয়াইড ইয়র্কার করতে চেয়েছি।’

সে পরিকল্পনা কীভাবে বাস্তবায়ন করেছেন, ভারতের হয়ে ২৮টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা এ পেসার বলেছেন সেটিও, ‘নিজেকে ৫ সেকেন্ড করে সময় দিচ্ছিলাম। শুধু পরিকল্পনা বাস্তবায়নের কথাই ভেবেছি। আমার নজর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের দিকেই ছিল। নিজের ইয়র্কারের ওপর ভরসা রেখেছি সব সময়।’

দুই ম্যাচেই রাজস্থানের প্রতিপক্ষ ডেথ ওভারে (১৭-২০) ব্যাটিং শুরু করেছিল অন্তত ৫টি উইকেট হাতে রেখে। তবে রাজস্থানের বোলারদের সঙ্গে পেরে ওঠেনি তারা। আবেশ প্রশংসা করেছেন নিজের বোলিং সতীর্থদেরও, ‘এখানে উপভোগ করছি। কারণ, আমাদের সন্দিপ, বোল্ট, বার্গার আছে। যাদের ভিন্ন ভিন্ন স্কিল আছে।’

অধিনায়ক যে তাঁর ওপর পুরো ভরসা করছেন, আবেশ মনে করিয়ে দিয়েছেন সেটিও, ‘স্যামসন আমাকে পুরো স্বাধীনতা দিয়েছে। আমি ঠিকঠাক করতে না পারলেই শুধু সে আগবাড়িয়ে কিছু করে। আমি সব সময় নিজের উন্নতির চেষ্টা করছি। টি-টোয়েন্টিতে নিজেকে বারবার নতুন করে আবিষ্কারের চেষ্টা করি। আমি দলে সুযোগ পাওয়া নিয়ে ভাবি না, শুধু যেভাবে বোলিং করতে চাই, সেটির অনুশীলন করি।’

আর আবেশদের ওপর ভরসা রাখা নিয়ে স্যামসনের ব্যাখ্যা, ‘আমি এবং সাঙ্গা (কুমার সাঙ্গাকারা) ১৫ ও ১৭তম ওভারের মধ্যে অনেক আলোচনা করেছি–কে ইমপ্যাক্ট প্লেয়ার হতে পারে। কে কোন মানসিকতায় আছে, সেটি ঠিক করাটাই মূল ছিল। আপনাকে সেসব দেখেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। স্যান্ডিকে (সন্দিপ) দেখে নির্ভার মনে হয়েছে। আবেশকেও ভালো মনে হচ্ছিল। সেভাবেই এগিয়েছি তাই।’

টানা দুই জয়ে এখন পয়েন্ট তালিকায় শীর্ষে থাকা চেন্নাই সুপার কিংসের পরই আছে রাজস্থান। আগামী ১ এপ্রিল ওয়াংখেড়েতে তাদের পরের ম্যাচে মুম্বাই ইন্ডিয়ানসের বিপক্ষে।

বার্সেলোনায় ফিরতে চান নেইমার

আপনজন ডেস্ক: চোটের কারণে দীর্ঘদিন ধরে মাঠে নেই নেইমার। খেলায় ফিরতে আরো কয়েকমাস প্রয়োজন ব্রাজিলিয়ান সুপারস্টারের। এতে নাকি নেইমারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে চায় তার বর্তমান ক্লাব আল হিলাল এফসি। ইউরোপিয়ান গণমাধ্যমগুলোর খবর, সৌদি প্রো লীগের পাঠ চুকিয়ে নিজের প্রথম ক্লাব সান্তোসে ফেরার সম্ভাবনা রয়েছে নেইমারের। নতুন খবর দিলো স্প্যানিশ দৈনিক ফুটবল এস্পানা। গণমাধ্যমটির দাবি, বার্সেলোনায় ফিরতে চান নেইমার। গত আগস্টে পিএসজি ছেড়ে আল হিলালে যোগ দেন নেইমার। ইনজুরির কারণে ক্লাবটির হয়ে মাত্র ৫টি ম্যাচ খেলতে সমর্থ্য হয়েছেন ব্রাজিলিয়ান ফরোয়ার্ড। চোটের কারণে গত নভেম্বরের পর আর কোনো ম্যাচ খেলতে পারেননি ৩১ বছর বয়সী এই তারকা। এরপর খবর ছড়ায়, নেইমারের সঙ্গে চুক্তি বাতিল করতে চায় আল হিলাল। ফুটবল এস্পানা জানিয়েছে, চুক্তি বাতিল নয়, মেয়াদ শেষ করেই আল হিলাল ছাড়তে চান নেইমার। ২০২৫ সালের গ্রীষ্মে ফিরতে চান বার্সেলোনা। ফুটবল এস্পানার প্রতিবেদনে বলা হয়, হুয়ান লাপোর্তা দ্বিতীয় দফায় বার্সেলোনার সভাপতি হওয়ার পরই নেইমারের ন্যু-ক্যাম্পে ফেরার সম্ভাবনা তৈরি হয়। গত বছর নেইমারের সঙ্গে যোগাযোগও করেছিল লাপোর্তার বার্সেলোনা। সেবার ব্লাউগ্রানাদের প্রস্তাবে সায় না দিলেও নেইমার নিজেই এবার ফিরতে আগ্রহী। আরেক স্প্যানিশ দৈনিক কুলেমানিয়ার বরাত দিয়ে ফুটবল এস্পানা জানিয়েছে, বার্সেলোনাও নেইমারের সঙ্গে যোগাযোগ করছে।

মুদ্রক, প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী জাইদুল হক কর্তৃক ৯৪/২ কলিন স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬ থেকে প্রকাশিত ও সমর প্রিন্টেক, ২৯ তপসিয়া রোড সাউথ, কলকাতা-৭০০০৪৬ থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদকীয় দফতর:** আপনজন পাবলিকেশন, ৬ কিড স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬। সম্পাদক: **জাইদুল হক।**

Printed, Published and owned by Zaidul Haque, Published from 94/2 Collin Street, Kolkata-700016, Printed at Samar Printech, 29 Topsia Road South, Kolkata-700046. **Editorial Office:** 6 Kyd Street, Kolkata-700016. M: 9748892902 **Editor: Zaidul Haque**